দ্বীনিয়াত কেন ও কাদের জন্য?

মহান স্রষ্টা মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের সর্ব প্রকার মঙ্গল ও সফলতার চাবিকাঠি "দ্বীন" এর মধ্যে নিহিত রেখেছেন। দ্বীনের পাঁচটি শাখা রয়েছেঃ ১ ঈমান, ২ ইবাদাত, ৩ লেন-দেন, ৪ সামাজিকতা, ৫ আচার-আচরণ। আল্লাহর আদেশ ও নবীজী সাঃ এর নূরানী তরীকানুযায়ী উল্লেখিত শাখার উপর জীবন-যাপন করার নামই দ্বীন। এ দ্বীন আমাদেরকে তথা সমগ্র মানব জাতিকে মনুষত্য শিক্ষা দেয়। সত্য বলতে কি, দ্বীন অনুযায়ী জীবন-যাপনকারী একজন সঠিক মুসলমান, একজন সঠিক মানুষ, এমন কি একজন উল্লেখযোগ্য নাগরিক বলেও বিবেচিত হতে পারে। নিঃসন্দেহে এই দ্বীনের উপর চলে একজন সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষও ইহকাল ও পরকালে সফলতা পেতে পারে।

দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে আমল করার জন্য দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করা এবং ইসলামী বিধি-বিধান শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক। সেজন্য প্রত্যেকের জন্য দ্বীন শিক্ষা করা আবশ্যক। এছাড়া ঐ সমস্ত লোকেরা যারা স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য কর্ম ব্যস্ততায় লিপ্ত আছে তাদের উচিৎ যে, তারা যেন নিজেদের সময়ের কিছু অংশ খালি করে এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং কমপক্ষে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদীর শিক্ষা অর্জন করার পূর্ণ চেষ্টা করে, যাতে নিজেদের জীবনকে ইসলামী নির্দেশনানুযায়ী পরিচালনা করে সফল হতে পারে।

তার সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর একটি গুরু দায়ীত্ব হল তারা ঈমান ও ইসলামের মহান সম্পদকে মানুষের নিকট পৌছাবে, অজ্ঞ লোকদেরকে দ্বীনের ইলম শিক্ষা দিবে, তাদেরকে কল্যাণ ও সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে বাঁধা দিবে। আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা: তোমরা সেই উত্তম উম্মাত যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করতে থাক ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে থাক এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতে থাক। [আলে ঈমরান: ১১০]

এটা একটি বাস্তব সত্য যে, এ যুগে ইলম অর্জন করার একটি বিশেষ মাধ্যম হল কোর্স এবং কোর্সকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মে পরিচালনার জন্য নেযাম তথা শৃঙ্খলা অতি আবশ্যক। কোন কোর্সকে সফল এবং উপকারী বানানোর ক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলার অনেক বড় হাত থাকে। কোর্স ও শৃঙ্খলার এই গুরুত্বকে সামনে রেখে শিশু, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন "দ্বীনিয়াত" নামে একটি কোর্স এবং তার জন্য একটি নেযাম তথা শৃঙ্খলাকে সন্নিবেশীত করা হয়েছে। এই কোর্সটিকে পাঁচটি বিষয়ে বিভক্ত করা হয়েছে: ১ কুরআন ২ হাদীস ৩ আক্বাইদ, মাসাইল ৪ ইসলামী তারবিয়াত ৫ ভাষা। প্রতিটি বিষয়বস্তুর অধীনে কিছু সংশিষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়বস্তুর শুরুতে তার সংজ্ঞা ও তা পড়ার উপকারীতাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ছাত্র/ছাত্রীরা এই বিষয়বস্তুটি বুঝে আগ্রহচিত্তে পড়তে পারে, অনুরূপভাবে শিক্ষকদের দিক নির্দেশনার খাতিরে প্রতিটি বিষয়বস্তুতে "শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা" দেওয়া হয়েছে, তদ্রূপ দ্বীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক জিনিস সমূহ যেমনঃ নামায, শুরু থেকেই শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে অনতিবিলম্বে তার উপর আমল হতে থাকে। কোর্সকে সম্মিলিতভাবে পড়ানোর নিয়ম রাখা হয়েছে। প্রতিটি সবককে মাস ও দিন হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে, যাতে ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, পিতা-মাতা, বিভাগ-প্রধান এবং জিম্মাদারদের সামনে একটা টার্গেট থাকে এবং প্রত্যেকে সে অনুযায়ী পরিশ্রম করে। এছাড়া পরিশেষে পরীক্ষা স্বরূপ প্রতি মাসের প্রশ্নাবলী, নামায ও হাজেরী চার্টও সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা আশাবাদী যে, এই নিয়ম-নীতিতে ছাত্র/ছাত্রীদের কম সময়ে ইনশাআল্লাহ্ বহু ফায়েদা হবে। এবং সহজ সরল পদ্ধতিতে ইলমে-দ্বীন অর্জন করে তার উপর আমলও করতে পারবে এবং অন্যদের নিকট পৌছাতে পারবে। মহান স্রষ্টা আমাদের এই মা'মুলী পরিশ্রমকে কবুল করুন ও আমাদের জন্য পরকালের পাথেয় বানান। (আ-মীন)

শিশু শ্রেণি | প্রথম শ্রেণি | দ্বিতীয় শ্রেণি | তৃতীয় শ্রেণি | চতুর্থ শ্রেণি | পঞ্চম শ্রেণি

স্কুলগামী বাচ্চাদের জন্য প্রাথমিক কোর্স | বয়স্ক শিক্ষা কোর্স

দ্বীনিয়াত প্রাথমিক কোর্স • দ্বিতীয় শ্রেণি

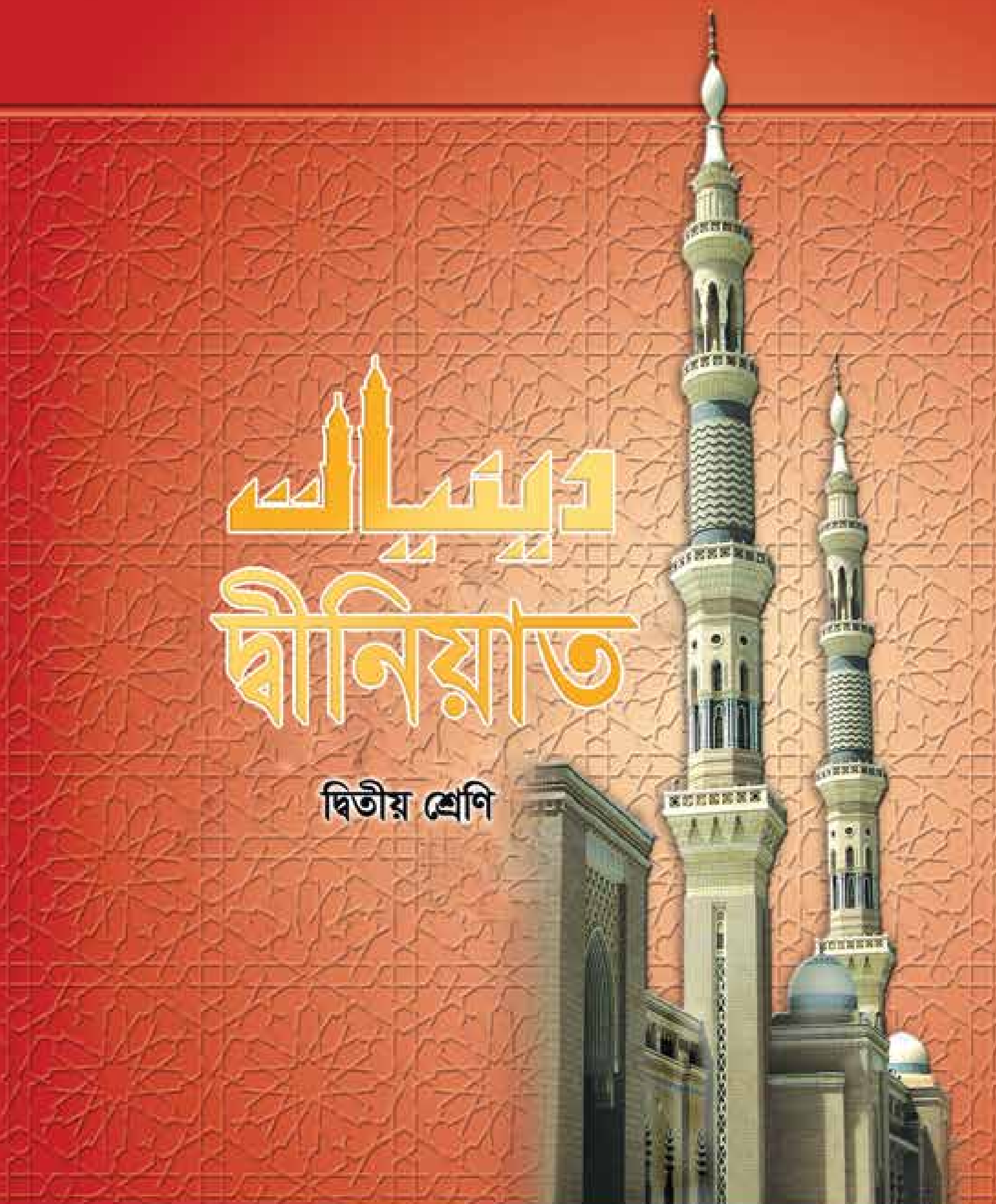

دينيات
দ্বীনিয়াত

দ্বিতীয় শ্রেণি

• কুরআন • হাদীস • আকাইদ, মাসাইল • ইসলামী তরবিয়ত • ভাষা

দ্বীনিয়াত প্রাথমিক কোর্স - দ্বিতীয় শ্রেণি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।

[ইবনে মাজাহ: ২২৪, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত]

دينيات

দ্বীনিয়াত

দ্বিতীয় শ্রেণি

deeniyat

দ্বীনিয়াত প্রকাশনী

দ্বীনিয়াত সেন্টার

আল-নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স

মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা।

মোবাইল : ০১৫৫৬-১০০২০০, ০১৮১৯-৪৭৭৮৮৬

www.deeniyatbd.com.

www.deeniyat.com

শিক্ষার্থীর নাম :--

অভিভাবকের নাম :--

বর্তমান ঠিকানা :--

মোবাইল :--

প্রকাশনায়

দ্বীনিয়াত প্রকাশনী

হেড অফিস
আল-নূর এডুকেশন কমপ্লেক্স
মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা
ফোন : ০১৫৫৬ ১০০ ২০০
০১৮১৯ ৪৭৭৮৮৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি-২০১৩
ISBN : 978-984-93621-2-8

নির্ধারিত মূল্য
৯০ (নব্বই) টাকা মাত্র।

deeniyat

ড. মুশতাক আহমদ

উপ-পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শায়খুল হাদীস
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
E-mail: dr.maolana.mushtaque@gmail.com

এর বাণী

حامدا و مصليا و مسلما اما بعد

ইসলাম আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম। আর আল কুরআন হচ্ছে মানব জীবনের চুড়ান্ত জীবন বিধান। আল কুরআনুল কারিম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মু'জিযা। আজ প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শত বছর পরেও আল কুরআন অক্ষয়, চীর সতেজ। কুরআনকে আল্লাহ পাক সহজ করেছেন। তাই যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ বুকে সংরক্ষিত এই কুরআন। ধরার বুকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতা করার জন্য অগণিত বান্দাকে নিযুক্ত করেছেন।

যারা কুরআন শিক্ষাকে সহজ থেকে সহজতর করতে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি দ্বীনিয়াত নামের একটি কুরআনি কার্যক্রম, গবেষণা ও সিলেবাস আমার নজর কেড়েছে। বিশেষ করে তাদের যুগোপযোগী সিলেবাস। তাদের সিলেবাস দেখে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি যে, কুরআন শিক্ষা এত সহজ? শতভাগ উম্মত তথাঃ শিশু- কিশোর, যুবক-বয়স্ক (পুরুষ -মহিলা) সকলের কাছে মৌলিক দ্বীন পৌঁছানোর যে স্লোগান নিয়ে দ্বীনিয়াতের পথ চলা এটা যে শতভাগ সত্য তা তাদের সিলেবাস দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। আমি আরো আপ্লুত হয়েছি একথা শুনে যে, দ্বীনিয়াতের উদ্দেশ্য স্কুল-কলেজগামী ৯৮% মুসলিম বাচ্চাদের নিয়ে যারা দ্বীনের জরুরী জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত।

দ্বীনিয়াতের সিলেবাস শেষ করার পর স্কুল কলেজের একটা ছেলের কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় যেমনঃ এক.সকল ভ্রান্ত আকিদার উর্ধে থাকা। দুই.সিলেবাস শেষ করার পর তার এই পরিমাণ সমৃদ্ধ হয় যে, সে জুমুআর নামাজ, জানাযার নামাজ, ঈদের নামাজ পড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এটা সহজ কথা নয়। স্কুলগামী বাচ্চারা দেশের প্রায় সকল মক্তবে যেখানে একটা বাচ্চাকে শুধু কুরআন শিখতে চার পাঁচ বছর লেগে যায় সেখানে দ্বীনিয়াতের সিলেবাসের আলোকে মাত্র এক থেকে দুই বছরে বাচ্চা বুড়ো, যুবারা কুরআন, হাদীস, আকাইদ মাসাইল, ইসলামী তারবিয়ত ও আরবি ভাষা সহ মোট পাঁচটি বিষয়ের অধীনে দ্বীনের ১৩ টি মৌলিক বিষয় শিখে যাচ্ছে! এই আইডিয়ার ভিতর আমি অভিনবত্ব ও নতুনত্ব খুঁজে পেয়েছি মাশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আ'জিম।

আমার মতে দ্বীনিয়াতের এই সিলেবাস বাংলাদেশের সকল মক্তবে চালু করা দরকার। আইম্মায়ে মাসাজিদ ও কমিটির কাছে বিশেষভাবে দ্বীনিয়াতের সিলেবাস একটিবারের জন্য দেখার অনুরোধ রইল।

দ্বীনিয়াতের আগামী দিনের পথচলা মসৃণ ও সুন্দর হোক আল্লাহ পাকের কাছে এই দোয়া রইল। দ্বীনিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ফিকিরমান্দ ব্যক্তিকে আল্লাহ উভয়জগতে পূর্ণ কামিয়াবি দান করুন।

০১-০৬-২০

ড. মুশতাক আহমদ
উপ-পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ভূমিকা

ইসলাম মানব জাতির স্বভাবজাত ধর্ম। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা। মানব জীবনে এমন কোন বিষয় নেই যে বিষয়ে ইসলাম সঠিক নির্দেশনা দেয়নি। সুতরাং সফল মানব জীবন গঠনের জন্য ইসলামের পূর্ণ অনুসরন ও অনুকরনের কোন বিকল্প নেই। ইসলামের দিক নিদের্শনা অনুযায়ী জীবন পরিচলনার জন্য ইসলামী জ্ঞান চর্চা করা অপরিহার্য। এজন্যই মানবতার শিক্ষক নবীয়ে আরাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : ইলম বা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।

[ইবনে মাজাহ : ২২৪]

হাদিসে ইলমের গুরুত্বের সাথে সাথে ইলমে দীন অর্জনকারীর ফযীলতের কথাও এসেছে। যেমন : ইরশাদ হয়েছে - خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ
অর্থ : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। [বুখারী : ৫০২৭, উসমান বিন আফফান رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত]

পাশাপাশি রাসূলে কারীম ﷺ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ওপর সাধারণ লোকদেরকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করেছেন। প্রিয় নবীজী ইরশাদ করেছেন-

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ

অর্থ : তোমরা নিজে ইলমে দ্বীন শিক্ষা কর এবং সাধারণ লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও। [শু'আবুল ঈমান : ১৭৪২, আবু বকর رضي الله عنه]

এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াআল্লাহু আনহুম, পরবর্তী সময়ের উলামায়ে উম্মত এবং মহা মনীষীগণ ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে আসমানী ইলমের এই ধারাকে সংরক্ষণ করেছেন এবং এই মহা মুল্যবান আমানত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

deeniyat

فَجَزَاهُمُ اللّٰهُ عَنَّا وَ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ

(আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাদের ও সকল মুসলমানের পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান দান করুন) আমীন।

বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পরিতাপ ও দুঃশ্চিন্তার বিষয় হলো যে, আজ আমাদের স্বাভাবিক জীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চা বিলুপ্তির পথে। যার ফলে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় চেতনা, ইসলামী মুল্যবোধ ও নৈতিকতা। নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের কারণে বর্তমান সমাজ ঢেকে যাচ্ছে অপরাধ আর অসামাজিক কার্যক্রমের কালো ছায়ায়। তরুণ সমাজের মাঝে এর ভয়াবহ পরিণতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইসলামী মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা এবং ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চার অভাবে তরুণদের একটি শ্রেণী ধর্মীয় অনুভুতিশূন্য ও ইসলাম বিদ্বেষী হিসাবে গড়ে উঠছে। বরং নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার ধংসাত্মক পথে অগ্রসর হচ্ছে।

বর্তমান সময়ের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সুষ্ঠ মোকাবেলায় আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এদেশের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতা থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত এবং ইসলামী চেতনা, মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম ও কার্যকর পন্থা হল, শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের বিশুদ্ধ ইলম চর্চা ও কুরআনের শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটানো। তাহলেই আমাদের বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের দীন ও ঈমান হেফাজত হবে, তারা আদর্শ নাগরিক হিসাবে

ইসলামের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমান বিশ্বের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী মনীষীগণ দীর্ঘ গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সিলেবাসের মাধ্যমে সমাজের সর্বশ্রেণীর সাধারণ মুসলমানদের কাছে ইসলামের

deeniyat

মৌলিক শিক্ষা ও সঠিক আদর্শ পৌছে দেয়ার লক্ষে তৈরী করেছেন "দ্বীনিয়াত কোর্স"। দ্বীনিয়াত কোর্সটি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে সমাদৃত এবং ২০টি ভাষায় অনুদিত। কোর্সটি শ্রেণি হিসাবে দৈনিক ১ ঘণ্টা সময় ক্লাসের ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে। এই কোর্সটি মসজিদ ভিত্তিক মক্তব, কুরআন শিক্ষা একাডেমী, কিন্ডারগার্টেন ও প্রাইমারী স্কুলের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এদেশের প্রতিটি মসজিদ, স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে দীনিয়াতের কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে ঈমানের দৌলত পৌছে দেওয়া সম্ভব।

দ্বীনিয়াত কর্তৃপক্ষ এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে তার প্রচষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং দেশের শরগুলো থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও মক্তব প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই "দ্বীনিয়াত প্রতিষ্ঠান" স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী ও বয়স্ক নারী-পুরুষদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যক্রম তৈরি করেছে।

বাচ্চাদের পাঠ্যক্রম তিন ভাগে বিভক্ত : ⓵প্রাথমিক কোর্স ⓶ মাধ্যমিক কোর্স ⓷ অতিরিক্ত কোর্স।

প্রাথমিক কোর্স (শিশু কোর্স ব্যতীত) পাঁচ বছর মেয়াদী। যার মধ্যে বিশুদ্ধভাবে পূর্ণ কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদী ও মাসাইলসমূহ শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়েছে। আপনাদের হাতের এ পাঠ্যক্রমটি দ্বিতীয় শ্রেণির। এতে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমের সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র দেওয়া হয়েছে।

অন্ধকার এই সমাজের জন্য দীনিয়াত শিক্ষা কার্যক্রম হতে পারে আলোর বাতিঘর। আল্লাহ তা'আলা দীনিয়াতের এই প্রচেষ্ঠাকে কবুল করুন এবং ঈমানী ও জাতীয় স্বার্থে এই মূল্যবান কাজে আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

বিঃ দ্রঃ- গত বছরের সবকসমূহের রিপিট এ বছরের কোর্সভূক্ত করা হয়েছে, যাতে বিষয়সমূহ ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিপটে ভালভাবে বসে যায়। সবকের ন্যায় রিপিটের ক্ষেত্রেও দিন ও মাস নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

দ্বীনিয়াত কোর্স পাঠদান পদ্ধতি

- যেহেতু এই কোর্সটি একটি বিশেষ পদ্ধতি ও নিয়মে রচনা করা হয়েছে সুতরাং উক্ত পদ্ধতি ও নিয়মের পূর্ণ অনুসরণ না করলে এই কোর্স হতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য কোর্সটি পড়ানোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

- দ্বীনিয়াত কোর্সে পড়ানোর জন্য দৈনিক এক ঘণ্টা সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

- বছরের শুরুতে দু-চারদিন শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসে গোল করে বসাবেন। অতঃপর তাদের সামনে ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষা করার গুরুত্ব ও ফযিলত, মসজিদ, মক্‌তব, ক্লাস, উস্তাদ ও কিতাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবেন। সাথে সাথে দ্বীনিয়াত কিতাব পড়ার পদ্ধতি, কিতাবে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের পরিভাষা, উৎসাহমূলক কথা এবং উক্ত বিষয়গুলো পড়ার ফযিলত সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মক্‌তব ও তার সিলেবাসের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

- দ্বীনিয়াতের পূর্ণ কোর্সটি শিক্ষার্থীদেরকে সমবেতভাবে পড়াবেন। যার পদ্ধতি এই হবে যে, উস্তাদ শিক্ষার্থীদেরকে অল্প অল্প করে পড়াবেন, যেমন, উস্তাদ নিজে পড়বেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এরপর শিক্ষার্থীরাপড়বে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এরপর পড়াবেন رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ শিক্ষার্থীরা পড়বে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এভাবে অল্প অল্প করে পড়াতে থাকবেন। এই পদ্ধতিতে কয়েকবার মশিকের পর সহজেই সকল শিক্ষার্থীর সবক মুখস্থ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

- মক্‌তবে দ্বীনিয়াতের বর্ষ ও শিক্ষার্থীদের বয়স হিসাবে তাদের সুবিধা অনুযায়ী সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাচের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতি ব্যাচে সর্বোচ্চ শিক্ষার্থী সংখ্যা থাকবে ১৫-২০ জন এবং প্রতিটি ব্যাচে আলাদাভাবে পূর্ণ ১ ঘণ্টা সময় ক্লাস করতে হবে। যে সমস্ত শিক্ষার্থী দীনিয়াত পড়ার জন্য প্রতিদিন ২ ঘণ্টা সময় দিবে, তাদেরকে দ্বীনিয়াতের রুটিন অনুযায়ী ১ ঘন্টা ক্লাস করানো হবে। পরবর্তী ১ ঘণ্টা নূরানী কায়দা/নাযেরা কুরআন ও সূরা হিফযের পিছনে ব্যয় করবে। এভাবে তাদেরকে দীনিয়াতের নির্ধারিত ২৩ টি সূরার পাশাপাশি ফযিলতের সূরাসমূহও মুখস্থ করানো সম্ভব হবে। ইনশাআল্লাহ।

- যদি একই সময়ে (এক ঘণ্টায়) একাধিক গ্রুপ থাকে (তাদের কারো সবক আগে ও কারো সবক পরে হয়) তবে প্রথমে একটি গ্রুপকে পড়াবেন, এরপর তাদের মধ্য হতেই কোন একজন শিক্ষার্থীকে বলবেন, আমি যেভাবে পড়িয়েছি সেভাবে পড়াও! সে সেভাবে নিজ সাথীদেরকে পড়াতে থাকবে এবং শিক্ষক নিজে অন্য গ্রুপকে পড়াতে থাকবেন। এভাবে পালাক্রমে প্রত্যেক গ্রুপকে তাদের সবক পড়িয়ে দিবেন।

- যদি একই সময়ে কয়েকটি গ্রুপ থাকে এবং সকল শিক্ষার্থীর সবক শোনা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিটি গ্রুপের সবক শোনার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করুন। প্রতিটি গ্রুপের এক জন করে শিক্ষার্থী প্রতিদিন অল্প অল্প করে এমনভাবে সবক শোনাবে যে, ঐ গ্রুপের সবাই তা শুনতে পায় এবং সবক শুনাতে গিয়ে ভুল হলে ওস্তাদ তা এমন ভাবে সংশোধন করবেন যে সকল শিক্ষার্থীর সামনে উক্ত ভুলটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

- যদি এক মাসের কোর্সের কোন বিষয় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, তবে তার অবশিষ্ট সময় অন্যান্য বিষয়ের জন্য ব্যয় করুন, যেন প্রত্যেক মাসের কোর্স সমস্ত বিষয়ে একই সাথে থাকে এবং কিতাবও একসাথেই শেষ হয়।

- কিতাবের প্রতিটি বিষয়ের শুরুতে যে পরিভাষা দেয়া হয়েছে, সেগুলো আভিধানিক অথবা ব্যবহারিক সংজ্ঞা নয়, বরং তা শুধুমাত্র মর্মার্থমূলক সংজ্ঞা বিশেষ, যেন শিক্ষার্থীদের সামনে উক্ত বিষয়ের পরিচিতি ভালভাবে ফুটে ওঠে। সুতরাং প্রত্যহ একটি বিষয় শেষ করে অন্য আরেকটি বিষয় শুরু করার সময় উক্ত বিষয়ের পরিভাষা অবশ্যই পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদের থেকে শুনে নেবেন।

- রিপিটের (সবক পুনরায় আদায়ের) দিনসমূহে উৎসাহমূলক কথার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্ত বিষয়ে গুরুত্ব ও আগ্রহ সৃষ্টি করবেন। উৎসাহমূলক কথার অধীনে আয়াত ও হাদীসসমূহ সংক্ষিপ্ত ও সহজ সরল করে দেওয়া হয়েছে এবং দু' চার বাক্যে সেগুলোর ব্যাখ্যাও করে দেয়া হয়েছে, সেগুলো শিক্ষার্থীদেরকে পড়ে শুনিয়ে দিন, আলাদাভাবে অতিরিক্ত ব্যাখ্যায় সময় একদম অপচয় করবেন না। উৎসাহমূলক কথা শুনানোর পর শিক্ষার্থীদেরকে দু'একটি প্রশ্ন করুন, যেন জানা যায় যে শিক্ষার্থীরা তা বুঝতে পেরেছে কি না। উদাহরণ স্বরূপ নূরানী কায়েদার উৎসাহমূলক কথা শোনানোর পর জিজ্ঞাসা করুন যে, কুরআনের প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে কয়টি করে নেকী পাওয়া যায়? ইত্যাদি।

- দ্বীনিয়াত কোর্সের প্রতিটি সবকের জন্য দিন ও মাস নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, আর যেহেতু মাসে সাধারণত চার পাঁচদিন ছুটি থাকে, সেজন্য মোট পঁচিশ-ছাব্বিশ দিন বেঁচে থাকে, তার মধ্য হতে বিশদিন সামনে সবক পড়ানোর জন্য এবং চার-পাঁচদিন রিপিট ও পিছনের পড়া শোনার জন্য নির্ধারণ করুন। মাসের শেষে চার-পাঁচদিন পূরো মাসের পড়া রিপিট করাবেন এবং বিগত মাসসমূহের সবকগুলোও তাতে রিপিট করিয়ে দিবেন।

- দ্বিতীয় পাঁচ মাসের অধ্যায় গুলো পড়ানোর সময় রিপিটের দিনগুলোতে প্রথম পাঁচ মাসে পঠিত অধ্যায়গুলোও রিপিট করিয়ে দিন। যেমন, দু'আ সুন্নাতের রিপিট হিফজুল হাদীসের সাথে, আকাইদের রিপিট আসমাউল হুসনার সাথে এবং নামাযের রিপিট মাসাইলের সাথে করাতে থাকুন।

- দ্বীনিয়াতের প্রতিটি সবকের জন্য দিন ও মাস নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত দিন ও মাসের মধ্যে সবক পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। সবকের দিন শেষ হওয়ার পর শেষে তারিখ লিখুন। স্বাক্ষরের ঘরে ছোট করে স্বাক্ষর করুন এবং শিক্ষার্থীদেরকে অভিভাবকের স্বাক্ষর নিয়ে আসতে বলুন।

deeniyat

- অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের ছুটে যাওয়া সবকের দুর্বলতা এভাবে দূর করা যেতে পারে যে, যেই সবকে শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল, যদি তা পুনরায় আসার মত সবক হয়, তবে কিছুই করতে হবে না। আর যদি আসার মত না হয় এবং উক্ত সবকটি এমন হয় যে, তা বুঝা ছাড়া সামনের সবক বুঝাও সম্ভব নয়, তবে ঐ সবকটি আলাদাভাবে পড়িয়ে দিন অথবা কোন মেধাবী ছাত্রের দায়িত্বে দিয়ে দিন। আর যদি উক্ত সবকটি এমন হয় যে, সেটি বুঝা ছাড়াও সামনের সবক বুঝে আসবে, তখন তা রেখে দিন, যাতে ইজতেমায়ী তা'লিম বজায় থাকে এবং উক্ত ছুটে যাওয়া সবকটি রিপিটের দিনগুলোতে মুখস্থ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন।

- কিতাবের শেষে ধারাবাহিকভাবে প্রতি মাসের প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়েছে, সুতরাং যখন এক মাসের কোর্স পূর্ণ হয়ে যাবে তখন রিপিট করানোর পর ঐ মাসের প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে মাসিক পরীক্ষা নিন।

- কুরআনুল কারীম বিশুদ্ধভাবে পড়া এবং লাহনে জলী অর্থাৎ বড় ভুল থেকে বাঁচার জন্য আরবী হরফসমূহের মাখরাজ বিশুদ্ধ হওয়া জরুরি। সুতরাং শিক্ষার্থীদের হরফের উচ্চারণ সহীহ করার ব্যাপারে বিশেষ মেহনত করুন। এক্ষেত্রে কায়দা ও নাযেরা কুরআনের পাশাপাশি হিফযে সূরা, মাসনূন দু'আ, হাদিস ও নামাযের দু'আসমূহ মুখস্থের সময়ও হরফ সমূহের মাখরাজ ঠিক করাতে থাকুন।

- শৈশব থেকেই যেন শিক্ষার্থীরা নামাযে অভ্যস্ত হয় সেজন্য দীনিয়াত কিতাবের শেষে পৃথক পৃথকভাবে ১২ মাসের নামাযের চার্ট দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যদি নামায পড়ে থাকে, চাই তা জামাতের সাথে হোক অথবা জামাত ছাড়া, সময় মত পড়ুক অথবা কাযা সর্বাবস্থায় (✓) চিহ্ন লাগাবেন। আর যদি না পড়ে থাকে তাহলে নামাযের ঘরকে খালি রেখে দিন। নামাযের চার্টের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকা এবং এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাসিক হাজিরা চার্ট দেয়া হয়েছে। মাস শেষ হওয়ার পর উভয় চার্টে উস্তাদ নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের স্বাক্ষর আনাবেন।

deeniyat

সময়সূচী

প্রথম পাঁচ মাসে পড়ানো হবে এমন বিষয়সমূহ		
১-কুরআন	[নূরানী কায়েদা] পৃ: ২২ [হিফযে সূরা] পৃ: ৪৭	৪০ মিনিট
২-হাদীস	[দুআ] [সুন্নাত] পৃ: ৫৪	৫ মিনিট
৩-আকাইদ, মাসাইল	[আকাইদ] পৃ: ৬৭ [নামায] পৃ: ৭০	৫ মিনিট
৪-ইসলামী তারবিয়াত	[ইসলামী জ্ঞান] পৃ: ৮২ [বক্তৃতা ও দু'আ] পৃ: ৮৯	৫ মিনিট
৫-ভাষা	[আরবী] পৃ: ১০২	৫ মিনিট
দ্বিতীয় পাঁচ মাসে পড়ানো হবে এমন বিষয়সমূহ		
১-কুরআন	[নূরানী ক্বায়েদাহ্] পৃ: ২২ [নাযেরায়ে কুরআন] পৃ: ৪৫ [হিফযে সূরা] পৃ: ৪৭	৪০ মিনিট
২-হাদীস	[হিফযে হাদীস] পৃ: ৬৩	৫ মিনিট
৩- আকাইদ, মাসাইল	[আসমাউল হুসনা] পৃ: ৭৪	৫ মিনিট
৪-ইসলামী তারবিয়াত	[সীরাত] পৃ: ৯১ [সহজ দ্বীন] পৃ: ৯৭	৫ মিনিট
৫-ভাষা	[আরবী] পৃ: ১০২	৫ মিনিট

নোটঃ বিষয়বস্তু সমূহের জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছে, তাতে কম/বেশী করার সূযোগ রয়েছে।

deeniyat

দ্বীনিয়াত কোর্সের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী

সূচনা	হাম্‌দ ও না'ত	৫টি হামদ ও ৫টি না'ত।
কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	হরফ থেকে শুরু করে নাযেরার মাধ্যমে বিশুদ্ধভাবে পূর্ণ কুরআন খতম।
	হিফ্‌যে সূরাহ্‌	তা'আওউয, তাসমিয়া, সূরা ফাতেহা, সূরা দোহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত ২৩ টি সূরা এবং আয়াতুল কুরসী ও সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত মুখস্থ করুন।
হাদীস	দু'আ সুন্নহ	৩৮টি মাসনূন দু'আ এবং ১৩টি কর্মের সুন্নত মুখস্থকরণ। যেমনঃ- পানাহার নিদ্রা, ঘর, মসজিদ এবং বাইতুল খালা (বাথরুম) গমন ও প্রস্থান ইত্যাদি।
	হিফযে হাদীস	ইসলামের পাঁচটি প্রসিদ্ধ শাখাঃ ঈমান, ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা ও আচার ব্যবহার সম্পর্কিত ৪০ টি হাদীস অর্থসহ মুখস্থকরণ।
আকাইদ, মাসাইল	আকাইদ	অর্থ সহ ৭টি কালিমা মুখস্থ করানোর পাশাপাশি দীনের ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে পাঠদান যেগুলোর ওপর একজন মুসলমানের বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।
	নামায	পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং তার দু'আসমূহ মুখস্থকরুন এবং অতিরিক্ত ছয়টি নামায পড়া ও পড়ানোর পদ্ধতি শিখানো, যেমন : বিতিরের নামায, জুমআর নামায, ঈদের নামায, অসুস্থব্যক্তির নামায, মুসাফিরের নামায, জানাযার নামায ইত্যাদি।
	আসমাউল হুসনা	আল্লাহ তা'আলার ৯৯ টি গুণবাচক নাম অর্থসহ।
	মাসাইল	পবিত্রতা ও নামাযের জরুরী মাসাইল শিক্ষাদান। যেমনঃ উযু, গোসল, নামাযের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ মুখস্থকরণ এবং পাশাপাশি রোযা, হজ্ব ও যাকাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান।
ইসলামী তারবিয়াত	ইসলামী জ্ঞান	ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিবর্গ এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও ১১০ টি প্রশ্নোত্তর।
	বক্তৃতা ও দুআ	৫ টি বক্তৃতা ও ৫ টি কুরআনী দু'আ মুখস্থকরণ।
	সীরাত	আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীন (হযরত আবু বকর رضي الله عنه ,হযরত উমর رضي الله عنه হযরত উসমান رضي الله عنه ও হযরত আলী رضي الله عنه) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী
	সহজ দীন	বাচ্চাদের দীনী তরবিয়তকে সামনে রেখে ইসলামের ৫টি প্রসিদ্ধ শাখা ঈমান ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা ও আচার আচরণ সংক্রান্ত ৪০টি সবক।
ভাষা	আরবি	আরবি গণনা, প্রাত্যহিক ব্যবহৃত বস্তুসমূহের নাম, ইসলামী দিন ও মাসসমূহ এবং শারীরিক অঙ্গ-প্রতঙ্গের নাম।

deeniyat

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

প্রথম মাসের সবক

কুরআন	নূরানী ক্বায়েদাহ্	ঃ	নূন সাকিন এবং তানবীনের ইযহার এবং ইখ্‌ফা, ক্বলক্বলার বর্ণনা।
	হিফযে সূরা	ঃ	তাআওউয, তাসমিয়া, সূরায়ে ফাতেহা, সূরায়ে লাহাব হতে সূরায়ে নাস পর্যন্ত ।
হাদীস	দু'আ সুন্নত	ঃ	গত বছরের দু'আ এবং সুন্নতসমূহের রিপিট ।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ	কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ্ এবং কালিমায়ে শাহাদাতের রিপিট, কালিমায়ে তামজীদ ।
	নামায	ঃ	নামাযের বাস্তবিক অনুশীলনসহ গত বছরের নামাযের কালিমাসমূহের রিপিট ।
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ	ইসলাম এবং ইসলামী ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলামী বস্তুসমূহ সম্পর্কে ৬ টি প্রশ্নোত্তর ।
	বক্তৃতা ও দু'আ	ঃ	একটি বক্তৃতা, একটি দু'আ ।
ভাষা	আরবী	ঃ	বিবিধ শব্দ

দ্বিতীয় মাসের সবক

কুরআন	নূরানী ক্বায়েদাহ্	ঃ	তাশদীদের বর্ণনা, গুন্নার বর্ণনা, পুর এবং বারীক অক্ষরসমূহের বর্ণনা, আলিফের কায়েদা, রার কায়েদা (পুর এর বর্ণনা) ।
	হিফযে সূরা	ঃ	সূরায়ে ফীল ।
হাদীস	দু'আ সুন্নত	ঃ	দুধ পান করার পরের দু'আ, পানি পান করার পরের দু'আ।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ	কালিমায়ে তামজীদ ।
	নামায	ঃ	নামাযের কালিমাসমূহ, দুরুদ শরীফ ।
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ	ইসলাম এবং ইসলামী বক্তিবর্গ এবং ইসলামী বস্তুসমূহ সম্পর্কে ৬ টি প্রশ্নোত্তর ।
	বক্তৃতা ও দু'আ	ঃ	একটি বক্তৃতা, একটি দু'আ।
ভাষা	আরবী	ঃ	বিবিধ খাদ্য ওপানীয় দ্রব্য

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

তৃতীয় মাসের সবক

কুরআন	নূরানী কায়েদাহ্	ঃ রার কায়েদা (বারীকের বর্ণনা) লেখা হয়; কিন্তু পড়া হয় না এমন কিছু করা হরফ ।
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে কুরাইশ ।
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ উযুর পূর্বের দু'আ, উযুর মাঝের দু'আ, উযুর পরের দু'আ ।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ কালিমায়ে তামজীদ অর্থসহ ।
	নামায	ঃ নামাযের কালিমাসমূহ, দুরূদ শরীফ ।
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ইসলাম এবং ইসলামী বক্তিবর্গ এবং ইসলামী সংশ্লিষ্ট ৬ টি প্রশ্নোত্তর ।
	বক্তৃতা ও দু'আ	ঃ একটি বক্তৃতা, একটি দু'আ।
ভাষা	আরবী	ঃ বিবিধ ফলের নাম ।

চতুর্থ মাসের সবক

কুরআন	নূরানী ক্বায়েদাহ্	ঃ লেখা হয় কিন্তু পড়া হয় না, আল্লাহ্ শব্দের কায়েদা, মদের বর্ণনা ।
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে মাউন ।
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ উযুর পরের দুআ, বাইতুল খালায় যাওয়ার সুন্নতসমূহ ।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ কালিমায়ে তাওহীদ ।
	নামায	ঃ নামাযের কালিমাসমূহ, দু'আয়ে মাসূরা।
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ইসলাম ইসলামী বক্তিবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট ৬ টি প্রশ্নোত্তর ।
	বক্তৃতা ও দু'আ	ঃ একটি বক্তৃতা, একটি দু'আ।
ভাষা	আরবী	ঃ শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গের নাম

deeniyat

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

পঞ্চম মাসের সবক

কুরআন	নূরানী ক্বায়েদাহ্	ঃ	মদের বর্ণনা, নূন সাকিন এবং তানবীনের ইক্বলাব, নূনে কুত্বনীর বর্ণনা, নূন সাকিন এবং তানবীনের ইদগাম (ইদগামে বেলাগুন্নাহ) ।
	হিফযে সূরা	ঃ	সূরায়ে কাওসার ।
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ	বাইতুল খালায় যাওয়ার সুন্নত ও অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রের মাসনূন বাক্য ।
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ	কালিমায়ে তাওহীদ অর্থসহ ।
	নামায	ঃ	নামাযের পরের দু'আসমূহ।
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ	ইসলাম ইসলামী বক্তিবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট ৬ টি প্রশ্নোত্তর ।
	বক্তৃতা ও দু'আ	ঃ	একটি বক্তৃতা, একটি দু'আ।
ভাষা	আরবী	ঃ	বিবিধ রং এর নাম ।

ষষ্ঠ মাসের সবক

কুরআন	নূরানী ক্বায়েদাহ্	ঃ	নূন সাকিন এবং তানবীনের ইদগাম (ইদগামে বিলাগুন্নাহ), মীম সাকিনের কায়েদা ।
	হিফযে সূরা	ঃ	সূরায়ে কাফিরুন ।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ	গত বছরের হাদীস সমূহের রিপিট, হাদীস নং ৬ ঈমান সম্পর্কিত
আকাইদ মাসাইল	আসমাউল হুসনা	ঃ	গত বছরের আসমাউল হুসনার রিপিট ।
	মাসাইল	ঃ	গত বছরের মাসআলা সমূহের রিপিট, নামাযের আরকান ।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ	আমাদের নবী ﷺ এর সীরাত সম্পর্কে ৫টি প্রশ্নোত্তর।
	সহজ দীন	ঃ	ঈমান সম্পর্কিত ১ টি সবক ।
ভাষা	আরবী	ঃ	রিপিট

deeniyat

মাসিকানুসারে বিষয়বস্তু

সপ্তম মাসের সবক

কুরআন	নূরানী ক্বায়েদাহ্	ঃ মীম সাকিনের কায়েদা, ওয়াকফ করার নিয়ম ।
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে নাসর ।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ৭ ইবাদাত সম্পর্কিত
আকাইদ মাসাইল	আসমাউল হুসনা	ঃ আসমাউল হুসনা ১৬,১৭,১৮ ।
	মাসাইল	ঃ নামাযের আরকান, পাঁচ নামায ও তার রাকাত সংখ্যা ।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ আমাদের নবী ﷺ এর সীরাত সম্পর্কে ৫টি প্রশ্নোত্তর ।
	সহজ দীন	ঃ ইবা-দাত সম্পর্কিত ১ টি সবক ।
ভাষা	আরবী	ঃ রিপিট

অষ্টম মাসের সবক

কুরআন	নূরানী ক্বায়েদাহ্	ঃ ওয়াকফ করার নিয়ম, হুরুফে মুকাত্ত্বায়াত, কুরআন মাজীদে ওয়াক্ফ করার চিহ্নসমূহ ।
	হিফযে সূরা	ঃ তায়াওউয, তাসমিয়া, সূরায়ে ফাতেহা, সূরায়ে ফীল, সূরায়ে কুরাইশ এবং সূরায়ে মাউনের রিপিট ।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ৮; লেনদেন সম্পর্কিত ।
আকাইদ মাসাইল	আসমাউল হুসনা	ঃ আসমাউল হুসনা ১৯,২০,২১,২২ ।
	মাসাইল	ঃ পাঁচ নামায ও তার রাকাত সংখ্যা ।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ আমাদের নবী ﷺ এর সীরাত সম্পর্কে ৫ টি প্রশ্নোত্তর ।
	সহজ দীন	ঃ লেনদেন সম্পর্কিত ১ টি সবক ।
ভাষা	আরবী	ঃ রিপিট

deeniyat

মাস ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা

নবম মাসের সবক

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ সূরায়ে নাস হতে সূরায়ে ফীল ।
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে কাওসার, সূরায়ে কাফিরুন এবং সূরায়ে নাসরের রিপিট ।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ৪; সামাজিকতা সম্পর্কিত
আকাইদ মাসাইল	আসমাউল হুসনা	ঃ আসমাউল হুসনা: ২৩,২৪,২৫,২৬ ।
	মাসাইল	ঃ পাঁচ নামায ও তার রাকাত সংখ্যা ।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ আমাদের নবী ﷺ এর সীরাত সম্পর্কে ৫টি প্রশ্নোত্তর ।
	সহজ দ্বীন	ঃ সামাজিকতা সম্পর্কিত ১ টি সবক ।
ভাষা	আরবী	ঃ রিপিট

দশম মাসের সবক

কুরআন	নাযেরায়ে কুরআন	ঃ সূরায়ে হুমাঝাহ্ হতে সূরায়ে যিলযাল পর্যন্ত ।
	হিফযে সূরা	ঃ সূরায়ে লাহাব, সূরায়ে ইখলাছ, সূরায়ে ফালাক্ব ও সূরায়ে নাসের রিপিট ।
হাদীস	হিফযে হাদীস	ঃ হাদীস নং ১০ আচার-আচরণ সম্পর্কিত
আকাইদ মাসাইল	আসমাউল হুসনা	ঃ আসমাউল হুসনা ২৭,২৮,২৯,৩০ ।
	মাসাইল	ঃ পাঁচ নামায ও তার রাকাত সংখ্যা ।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ আমাদের নবী ﷺ এর সীরাত সম্পর্কে ৫টি প্রশ্নোত্তর ।
	সহজ দ্বীন	ঃ আচার আচরণ সম্পর্কিত ১ টি সবক ।
ভাষা	আরবী	ঃ রিপিট

deeniyat

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১-কুরআন	
নূরানী কায়েদা — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	২২
নূরানী কায়েদা-পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	২৩
নূন সাকিন ও তানবীনের ইযহার	২৪
নূন সাকিন ও তানবীনের ইখফা	২৫
ক্বালক্বালার বর্ণনা	২৬
তাশদীদের বর্ণনা	২৭
গুন্নার বর্ণনা	২৮
পুর ও বারীক অক্ষরসমূহরে বর্ণনা	২৯
আলিফ এর কায়েদাহ্	২৯
র এর কায়েদাহ	৩০

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
আল্লাহ শব্দের কায়েদাহ্	৩৫
মদ্ এর বর্ণনা	৩৬
নুন সাকিন এবং তানবীন এর ইক্বলাব	৩৭
নূনে ক্বুতনীর বর্ণনা	৩৭
ইদগাম বেলাগুন্নাহ	৩৮
ইদগাম বিলগুন্নাহ	৩৯
মীম সাকিন এর নিয়ম	৪১
ওয়াক্ফ করার নিয়ম	৪২
হুরূফে মুকাত্ত্বায়াত	৪৪
কুরআন মাজীদে বিরতি এবং...	৪৫
হিফযে সূরা	৪৬
সূরায়ে নাস থেকে সূরায়ে যিলযাল পর্যন্ত	৪৬
হিফযে সূরা — শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৪৭
হিফযে সূরা,পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৪৭
গতবছরের পুন:পঠন (সূরায়ে ফাতেহা,সূরায়ে লাহাব হতে সূরায়ে নাস)	৪৮
সূরায়ে ফীল	৫০

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
সূরায়ে কুরাইশ	৫০
সূরায়ে মাউন	৫১
সূরায়ে কাউসার	৫১
সূরায়ে কাফীরূন	৫২
সূরায়ে নাস্‌র	৫২
২-হাদীস	
দু'আ সুন্নত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৫৪
দুআ,সুন্নাত-পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৫৪
গতবছরের পুন:পঠন	৫৫
দুধ পান করার পরের দুআ	৫৯
পানি পান করার পরের দুআ	৫৯
উযূর আগের দুআ	৫৯
উযূর মাঝের দুআ	৬০
উযূর পরের দুআ	৬০
বাইতুল খালার সুন্নাতসমূহ	৬১
বিশেষ বিশেষ জায়গায়	৬২

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হিফ্‌যে হাদীস শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৬৩
হিফ্‌যে হাদীস, পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৬৩
গতবছরের পুন:পঠন	৬৪
হাদীস নং ৬ ঈমান সম্পর্কিত	৬৫
হাদীস ন ং ৭ ইবাদাত সম্পর্কিত	৬৫
হাদীস নং ৮ লেনদেন সম্পর্কিত	৬৬
হাদীস নং ৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত	৬৬
হাদীস নং ১০ আচার আচরণ সম্পর্কিত	৬৬
৩- আকাইদ, মাসাইল	
আকাইদ শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৬৭
আক্বায়িদ পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৬৭
গতবছরের (২টি কালিমা) পুন:পঠন	৬৮
কালিমায়ে তামজীদ	৬৮
কালিমায়ে তাওহীদ	৬৯
নামায শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৭০
নামায, পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৭০

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
গতবছরের পাঠসমূহের পুন:পঠন (নামাযের কালিমাসমূহ)	৭১
দুরূদ শরীফ	৭২
দু'আয়ে মাসূরাহ	৭৩
নামাযের পরের দু'আ	৭৩
আসমাউল হুসনা শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৭৪
আসমাউল হুসনা পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৭৩
গতবছরের পাঠসমূহের পুন:পঠন (১ থেকে ১৫)	৭৫
১৫/আসমাউল হুসনা	৭৫
মাসাইল শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৭৮
মাসাইল পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৭৮
গতবছরের পাঠসমূহের পুন:পঠন	৭৯
নামাযের আরকান	৮০
পঞ্চনামায	৮১
নামাযের রাকাআত সংখ্যা	৮১
৪-ইসলামী তারবিয়াত	
ইসলামী জ্ঞান শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৮২

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ইসলামী জ্ঞান- পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৮২
প্রশ্নোত্তর	৮৩
বক্তৃতা ও দু'আ শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৮৯
বক্তৃতা ও দুআ পরিভাষা ও উৎসাহ মুলূক কথা	৮৯
ঈমাণের মেহনত	৯০
দু'আ	৯০
সীরাত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৯১
সীরাত-পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা	৯১
প্রশ্নোত্তর	৯২
সহজ দ্বীন শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	৯৭
সহজ দ্বীন, পরিভাষা ও উপদেশমূলক কথা	৯৮
সবক নং ১ ঈমান সম্পর্কিত	৯৯
সবক নং ২ ইবাদাত সম্পর্কিত	১০০
সবক নং ৩ লেনদেন সম্পর্কিত	১০০
সবক নং ৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত	১০১
সবক নং ৫ আচার আচরণ সম্পর্কিত	১০১

deeniyat

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
৫-ভাষা	
আরবি শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা	১০২
আরবী -পরিভাষা ও উপদেশমূলক কথা	১০২
বিবিধ	১০৩
খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য	১০৪
ফলসমূহের নাম	১০৬
শরীরের অঙ্গ-পতঙ্গসমূহের নাম	১০৮
রংসমূহের নাম	১১২
প্রথম মাসের প্রশ্নাবলি	১১৩
দ্বিতীয় মাসের প্রশ্নাবলি	১১৩
তৃতীয় মাসের প্রশ্নাবলি	১১৪
চতুর্থ মাসের প্রশ্নাবলি	১১৪
পঞ্চম মাসের প্রশ্নাবলি	১১৫
ষষ্টম মাসের প্রশ্নাবলি	১১৫
সপ্তম মাসের প্রশ্নাবলি	১১৬
অষ্টম মাসের প্রশ্নাবলি	১১৬

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
নবম মাসের প্রশ্নাবলি	১১৭
দশম মাসের প্রশ্নাবলি	১১৭
নামাযের ছক	১১৮
মাসিক উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির তালিকা	১২২

deeniyat

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এ বছর নূরানী ক্বায়েদার কোর্সে “নূন সাকিন এবং তানবীনের এযহারের বর্ণনা” হতে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ নূরানী কায়েদা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক সবকের অধীনে বর্ণিত নিয়মাবলী যদি ছাত্র–ছাত্রীরা সহজ ভাবে বুঝতে ও মুখস্থ করে নিতে পারে, তাহলে খুবই ভাল কথা , নতুবা তাদের মুখস্থ করানোর প্রতি বেশী চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, প্রতিটি সবক বিশুদ্ধ হরফ ও নিয়মাবলী অনুযায়ী পড়ানো জরুরি।

- ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ক্বায়েদা সমবেতভাবে পড়াতে হবে। সবক পড়ানোর পর ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে সবক শুনতে হবে। সাধারণ মশক এভাবে করাতে হবে,যাতে বিগত সবকসমূহের রিপিটও হয়ে যায় এবং সহজভাবে নাযেরায়ে কুরআন শুরু করতে পারে।
- ৮ মাসে নূরানী কায়েদা শেষ হবে এবং নবম মাস থেকে নাযেরায়ে কুরআন শুরু হবে।
- ব্লাকবোর্ডের উপর আয়াতসমূহ লিখে বানান করে সমবেতভাবে পড়াবেন।
- নাযেরায়ে কুরআনের সাথে সাথে নূরানী কায়েদার সবকের অধীনে প্রদত্ত কায়েদা সমূহের মধ্য হতে কিছু কায়েদা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ভালভাবে বুঝিয়ে মুখস্থ করিয়ে দিন এবং নাযেরায়ে কুরআন পড়ানোর সময় উক্ত কায়েদাগুলো প্রক্ট্রিক্যাল ভাবে বুঝিয়ে দিন।

deeniyat

طَيۡرًا اَبَابِيۡلَ مِنۡ غَيۡرِهٖ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

ক্বায়েদাহ / নাযেরায়ে কুরআন ঃ যে পুস্তকে কুরআন পড়ার নিয়ম-নীতি বর্ণনা করা হয়, তাকে “ক্বায়েদাহ” বলে এবং কুরআন দেখে পড়াকে “নাযেরায়ে” কুরআন বলে ।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনে কারীমকে সামনে রাখে (তার উপর আমল করে), তাকে কুরআন জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয় । আর যে কুরআনকে পশ্চাদপদ করে (তার উপর আমল করে না), তাকে সে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে । [শুয়াবুল ঈমানঃ ২০১০, জাবির رضي الله عنه]

হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি অক্ষর পড়ল, তার জন্য একটি নেকী, আর একটি নেকীর সওয়াব ও প্রতিদান দশ নেকী সমতূল্য । [তিরমিযী:২৯১,আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه]

কুরআনে কারীম আল্লাহ তাআলার কিতাব । তা শিক্ষা করা, পাঠ করা এবং তার উপর আমল করা অনেক বড় ইবাদত । মহা প্রতিদান, সওয়াব, বরকত ও কল্যাণের মাধ্যম । সেজন্য প্রত্যেকের উচিৎ, যেন সে কুরআনে কারীম পড়া শেখে এবং তা বিশুদ্ধভাবে পড়ার পূর্ণ চেষ্টা করে ।

deeniyat

সবক নং ৯ঃ নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইযহার

নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর হুরূফে হালক্বীর ছয়টি হরফ অর্থাৎ "خ، غ، ح، ع، ه، ء" এর মধ্য হতে যদি কোন একটি হরফ আসে, তখন সে নূন সাকিন অথবা তানবীনের আওয়াজকে বিনা গুন্নায় তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।

طَيْرًا اَبَابِيْلَ	جُرُفٍ هَارٍ	يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا
نَارٌ حَامِيَةٌ	عَذَابٌ غَلِيْظٌ	عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
مِنْ اَخِيْهِ	مِنْ هَادٍ	فَمَنْ عُفِيَ
وَمَنْ حَوْلَهٗ	مِنْ غَيْرِهٖ	لِمَنْ خَشِيَ

طَيْرًا اَبَابِيْلَ : ত্ব-ইয়া যবর طَيْ, র-দু'যবর ا رًا=طَيْرًا। হামযাহ্ যবর اَ = طَيْرًا اَ।
বা-আলিফ যবর بَا=طَيْرًا اَبَا বা-ইয়াযের بِيْ = طَيْرًا اَبَابِيْ -লাম যবর لَ
= طَيْرًا اَبَابِيْلَ

১ প্রথম মাসে ৮ দিন পড়াবেন

সবক নং ১০ঃ নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইখফা

নূন সাকিন অথবা তান্‌বীনের পর ইখ্‌ফার পনেরটি হরফ অর্থাৎ "ت،ث،ج،د،ذ،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ف،ق،ك" র মধ্য হতে যদি কোন একটি হরফ আসে, তখন সে নূন সাকিন অথবা তানবীনকে গুন্নার সাথে পড়তে হয়।

فَاَنْجَيْنٰهُمْ	مَنْ ثَقُلَتْ	اَنْتَ مُنْذِرٌ
اَنْزَلْنَا	وَاَنْذِرْهُمْ	مَنْ دَخَلَهٗ
تُنْصَرُوْنَ	مِنْ شَيْءٍ	عَنْ سَبِيْلِهٖ
يَنْظُرُوْنَ	مِنْ طِيْنٍ	عَنْ ضَيْفِ
كِرَامًا كَاتِبِيْنَ	لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ	خَالِدًا فِيْهَا

اَنْتَ مُنْذِرٌ:হামযাহ্ নূন যবর اَنْ,তা- যবর تَ = اَنْتَ, মীম নূন পেশ مُنْ, اَنْتَ مُنْ,যাল যের ذِ, اَنْتَ مُنْذِ,র- পেশ رُ = اَنْتَ مُنْذِرُ

১ প্রথম মাসে ৮ দিন পড়াবেন

সবক নং ১১ ঃ ক্বলক্বলার বর্ণনা

ক্বলক্বলার হুরূফ পাঁচটি "ق،ط،ب،ج،د" যার সমষ্টি 'কুতবু জাদ্দিন' (قُطُبُ جَدٍّ)।

যখন এ হরফ গুলোর উপর জযম বা সাকিন হয় তখন সেগুলো পড়ার সময় তার শব্দ ফিরে আসে। একে 'ক্বলক্বলাহ' বলে।

جُبْ	جِبْ	جَبْ	اُبْ	اِبْ	اَبْ
سُدْ	سِدْ	سَدْ	بُجْ	بِجْ	بَجْ
جُقْ	جِقْ	جَقْ	قُطْ	قِطْ	قَطْ

يُطْعِمُنِىْ	قَدْحًا	يَجْعَلُ	اَحْبَبْتَ
مُحِيْطْ	لَقَدْ	بُرُوْجْ	مُجِيْبْ
	خَلَقْ	يَقْطَعُ	

১ প্রথম মাসে ৪ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক নং ১২ ঃ তাশদীদের বর্ণনা ـّـ তাশদীদ

① এক সাকিন এবং এক হারাকাত মিলে তাশদীদ তৈরি হয়।

② তাশদীদের আওয়াজ একটু শক্ত হয়।

③ যে **হরফে** তাশদীদ থাকে সে **হরফকে** ‘মুশাদ্দাদ’ বলে।

④ ‘মুশাদ্দাদ’ **হরফ** কে দুবার পড়া হয়। যেমন হামজাহ্ বা যবর اَبْ বা যবর বা بَ = اَبَّ

اُبِّ	اِبِّ	اَبِّ	اُبَّ	اِبَّ	اَبَّ
اُتِّ	اِتِّ	اَتِّ	اُتَّ	اِتَّ	اَتَّ
اُجِّ	اِجِّ	اَجِّ	اُجَّ	اِجَّ	اَجَّ
اُبٍّ	اِبٍّ	اَبٍّ	اُبًّا	اِبًّا	اَبًّا
تُبٌّ	تِبٍّ	تَبًّا	بُبٌّ	بِبٌّ	بَبٌّ
حَيَّ	حُضٌّ	عَدَّ	سُجِّ	كُوِّ	فَعَّ

deeniyat

মশ্‌ক

عَلَّمَ	كَذَّبَ	رَبَّكَ	قَدَّرَ
حَبَّبَ	زُيِّنَ	يُسَبِّحُ	رَبِّكَ
سُيِّرَتْ	لَدَيَّ	اَوَّلُ	قُوَّةٌ
كُوِّرَتْ	فَاَصَّدَّقَ	مُدَّثِّرُ	يَتَوَلَّ

২ দ্বিতীয় মাসে ৫ দিন পড়াবেন

সবক ঃ ১৩ গুন্নার বর্ণনা

নাকে আওয়াজ নিয়ে যাওয়াকে গুন্নাহ বলে। নূন এবং মীম এর উপর তাশদীদ হলে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

اَنَّ	سِنَّ	مَنَّ	هُنَّ	يَظُنُّ	جَهَنَّمَ
ثُمَّ	اُمِّ	عَمَّ	هَلُمَّ	مِمَّ	وَتَمَّتْ

২ দ্বিতীয় মাসে ৩ দিন পড়াবেন

সবক নং ১৪ ঃ পুর ও বারীক হরফ সমূহের বর্ণনা
হুরুফে মুস্তালিয়া

হুরুফে মুস্তালিয়া সাতটি, যেগুলোকে সর্বদা পুর পড়তে হয়, যার সমষ্টি হল خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

এগুলো ছাড়া হুরুফে মুস্তাফিলা বাইশটি রয়েছে, যেগুলোকে বারীক পড়তে হবে। কিন্তু আলিফ, আল্লাহ্ শব্দের লাম এবং রা কে কখনো পুর এবং কখনো বারীক পড়তে হয়।

ظِلًّا	يَضْرِبُ	يَقْطَعُ	يَحُضُّ	خَلَقَ
صَالَ	خَابَ	بَرْقٌ	يَخْطَفُ	مَغْرِبُ

২ দ্বিতীয় মাসে ৩ দিন পড়াবেন

সবক ঃ ১৫ আলিফের নিয়ম

আলিফের পূর্বে পুর হরফ হলে আলিফও পুর হবে। যেমনঃ قَالَ، طَالَ

আলিফের পূর্বে বারীক হরফ হলে আলিফও বারীক হবে। যেমনঃ زَالَ، مَالَ

পুর	ضَانَ	غَابَ	قَالَ	طَالَ
বারীক	نَارَ	نَاسِ	زَالَ	مَالَ

২ দ্বিতীয় মাসে ৩ দিন পড়াবেন

رَبِّ ارْجِعُوْنِ

সবকঃ ১৬ র এর ক্বায়েদাহ (পুর এর বর্ণনা)

১ যে 'রা' এর উপর যবর বা পেশ হবে সেই 'রা' পুর হবে।

২ যে 'রা' সাকিন এর পূর্বে যবর বা পেশ হবে সেই 'রা' পুর হবে ।

৩ যে 'রা' এর উপর দুই যবর বা দুই পেশ হবে সেই 'রা' পুর হবে।

৪ 'রা' মুশাদ্দাদ এর উপর যবর বা পেশ হলে সেই 'রা' পুর হবে।

৫ 'রা' সাকিন এর পূর্বে কোন হরফ সাকিন হলে এবং তার পূর্বে যবর বা পেশ হলে সেই 'রা' সাকিন পুর হবে।

رَزَقْنَا	رُبَمَا	اَرْسَلْنَا	قُرْاٰنٌ
بِرَّ	بِرُّ	خَيْرًا	خَبِيْرٌ
	عَشْرٌ	خُسْرٌ	

اَرْسَلْنَا: হামযাহ্ 'রা' যবর اَرْ সীন লাম যবর سَلْ, اَرْسَلْ নূন আলিফ যবর نَا = اَرْسَلْنَا

নোট ঃ নীচের উদাহরণগুলোতে 'রা' কে পুর পড়তে হবে।

مِرْصَادًا	فِرْقَةٌ	اِرْجِعِيْ	رَبِّ ارْجِعُوْنِ

২ দ্বিতীয় মাসে ৩ দিন পড়াবেন

deeniyat

رِجَالٌ تُحَرِّمُ بَرِّ مُنْهَمِرٍ بَرِقَ بَصِيْرٌ

সবকঃ ১৭ রা-এর ক্বা-য়েদাহ (বারীক এর বর্ণনা)

১	যে 'রা'র নীচে যের হবে, সেই 'রা'কে বারীক পড়তে হবে।
২	'রা' সাকিনের পূর্বে যের হলে সেই 'রা' সাকিনকে বারীক পড়তে হবে।
৩	যে 'রা'র নীচে দুই যের হবে সেই 'রা' কে বারীক পড়তে হবে।
৪	তাশ্‌দীদযুক্ত 'রা'র নীচে যের হলে সেই 'রা' বারীক হবে।
৫	'রা' সাকিনের পূর্বে ইয়া সাকিন হলে সেই 'রা' সাকিনকে সর্বদা বারীক পড়তে হবে।
৬	যদি 'রা' সাকিনের পূর্বেও কোন **হরফ** সাকিন হয় এবং তার পূর্বে **যবর** হয়, তখনও সেই 'রা' সাকিন বারীক হবে।

رِجَالٌ	رِزْقًا	شَرِبَ	بَرِقَ
اَنْذِرْ	فِرْعَوْنَ	مُنْهَمِرٍ	وَاصْبِرْ
بَرٍّ	بِرٍّ	تُحَرِّمُ	مُسْتَمِرٍّ
نَصِيْرٌ	بَصِيْرٌ	خَيْرٌ	ضَيْرٌ

২ ৩ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ১৮ কিছু হরফ লেখা হয় কিন্তু পড়া হয় না

লেখার নিয়ম	لى	ذُوَالُ	وَالُ	فَاعْ	ذى
পড়ার নিয়ম	لُ	ذُلُ	وَلُ	فَعْ	ذ

فَاعْفُ	هُدًى	عَلٰى	★وَاَنَا لَكُمْ
ذُوالْفَضْلِ	وَالْاُوْلٰى	لَاُوْلِكَ	يَاْيْئَسُ
وَالْعٰدِيٰتِ	ذُوالْجَلٰلِ	فِى الْاَرْضِ	فَادْعُ لَنَا

اَنَا কুরআন মাজীদে যেখানেই আসুক তার আলিফ পড়া নিষিদ্ধ। নোট ঃ প্রতিটি শব্দ পড়ানোর সময় ছাত্রদের সামনে স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, তার মধ্যে কোন্ হরফ টি পড়া হবে না।

عَلٰى : আঈন যবর عَ লাম খাড়া যবর লা لٰ = عَلٰى
فَادْعُ لَنَا : ফা-দাল যবর فَادْ, আঈন পেশ عُ, فَادْعُ লাম যবর لَ, فَادْعُ لَ
নূন আলিফ যবর نَا = فَادْعُ لَنَا
ذُوالْفَضْلِ : যাল লাম পেশ ذُوالُ ফা-দোয়াদ যবর فَضْ, ذُوالْفَضْ লাম যের لِ = ذُوالْفَضْلِ

৩ তৃতীয় মাসে ৮ দিন পড়াবেন

সবক ঃ ১৯

তাশ্‌দীদ যুক্ত **হরফের** পূর্বের **হরফে** কোন হারকাত না থাকলে তা লেখা হয়, কিন্তু পড়া হয় না ।

وَاللّٰ (وَلْ)	بِاللّٰ (بِلْ)	گَالدِّ (گَدِّ)	فِي السَّ (فِسَّ)
وَالسَّ (وَسَّ)	لُ الرَّ (لُرَّ)	وَالصّٰ (وَصّٰ)	وَالَّ (وَلَّ)

وَاللّٰهِ : ওয়াও লাম যবর وَالْ,লাম খাড়া যবর, لٰ, وَاللّٰ হা-যের هِ = وَاللّٰهِ

وَاللّٰهِ	بِاللّٰهِ

گَالدِّهَانِ	فِي السَّمٰوٰتِ	وَالسَّلٰمُ
يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ	وَالصّٰلِحٰتِ	وَالَّذِيْنَ

گَالدِّهَانِ : কাফ দাল যবর گَالدْ দাল যের دِ, گَالدِّ হা- আলিফ যবর هَا , گَالدِّهَا , নূন যের نِ = گَالدِّهَانِ

وَالصّٰلِحٰتِ : ওয়াও ছোয়াদ যবর وَالصْ ছোয়াদ খাড়া যবর صٰ = وَالصّٰ

লাম যের لِ , وَالصّٰلِ হা খাড়া যবর حٰ = وَالصّٰلِحٰ ,তা যের تِ = وَالصّٰلِحٰتِ

৩	৪ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবকঃ ২০

সাকিনযুক্ত **হরফের** পর তাশদীদযুক্ত **হরফ** আসলে সাকিন **হরফকে** পড়া হয় না।

كِدْتَّ (كِتَّ)	اِذْظَّ (اِظَّ)	قُلْ رَّ (قُرَّ)	جَدْتُّ (جَتُّ)

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ	اِذْذَّهَبَ	يُدْرِكْكُّمْ
يَجْعَلْ لَّهٗ	مَاوَعَدْتَّنَا	لَقَدْ كِدْتَّ
مَهَّدْتُّ	وَجَدْتُّمْ	اِذْظَّلَمُوْا
قُلْ رَّبِّ	قَدْ تَّبَيَّنَ	لَوْتَوَاعَدْتُّمْ

বিঃদ্রঃ-উপরের উদাহরণেও যে **হরফ** গুলো পড়া হবে না, তা সুস্পষ্ট করতে হবে।

مَهَّدْتُّ: মীম হা যবর مَهَ হা তা যবর هَتَّ مَهَّدْتَ তা পেশ تُّ = مَهَّدْتُّ

৪ চতুর্থ মাসে ৫ দিন পড়াবেন

deeniyat

সবক ঃ ২১ 'আল্লাহ' শব্দের নিয়ম

① যদি 'আল্লাহ' শব্দের লাম এর যবর বা পেশ হয় তখন 'আল্লাহ' শব্দের লামকে পুর পড়তে হবে। যেমন: هُوَاللهُ، رَسُوْلُ اللهِ

② যদি 'আল্লাহ' শব্দের লাম এর পূর্বে যের হয় তবে 'আল্লাহ' শব্দের লাম কে বারিক পড়তে হবে। যেমন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

যবরের উদাহরণ

سَمِعَ اللهُ	قَالَ اللهُ	اِنَّ اللهَ

পেশের উদাহরণ

خَلْقُ اللهِ	يُرِيْدُ اللهُ	حُدُوْدُ اللهِ

যেরের উদাহরণ

اَمْرِ اللهِ	دِيْنِ اللهِ	بَلِ اللهُ

اِنَّ اللهَ : হামযাহ্ নূন যের اِنْ নূন লাম যবর نَلْ, اِنَّ اَلْ লাম খাড়া যবর لَا, اِنَّ اللّٰ ,হা যবর هَ = اِنَّ اللهَ

৪ চতুর্থ মাসে ৫ দিন পড়াবেন

সবক ঃ ২২ মদ এর বর্ণনা

(১) মদ্দে মুত্তাসিল ঃ একই শব্দে হুরূফে মাদ্দাহর পর হামযাহ্ হলে মদ্দে মুত্তাসিল হবে। তার পরিমাণ চার আলিফ।

(২) মদ্দে মুনফাসিল ঃ হুরূফে মাদ্দাহ্র পর ভিন্ন শব্দের শুরুতে হামযা হলে মদ্দে মুনফাসিল হবে, তার পরিমাণ তিন আলিফ।

(৩) মদ্দে লাযিম ঃ হুরূফে মাদ্দাহর পরবর্তী হরফে জযম বা তাশদীদ হলে মদ্দে লাযিম হবে, তার পরিমাণ পাঁচ আলিফ।

جَآءَ	شَآءَ	سُوْٓءَ	سِيْٓـَٔتْ	মদ্দে মুত্তাসিল
اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ	قَالُوْٓا اٰمَنَّا	لَآ اَضْعَافًا	فِيْٓ اَمْرِنَا	মদ্দে মুনফাসিল
آٰلْـٰٔنَ	حَآجُّوْكَ	وَالصّٰٓفّٰتِ	ضَآلًّا	মদ্দে লাযিম

جَآءَ : জীম আলিফ যবর جَا, এর উপরে মাদ جَآ, হামযাহ্ যবর ءَ = جَآءَ

فِيْٓ اَمْرِنَا : ফা- ইয়া যের فِيْ, এর উপর মাদ فِيْٓ, হামযাহ্ মীম যবর اَمْ = فِيْٓ اَمْ, রা-যের رِ = فِيْٓ اَمْرِ, নূন আলিফ যবর نَا = فِيْٓ اَمْرِنَا

ضَآلًّا : দোয়াদ আলিফ লাম যবর ضَالْ, এর উপরে মাদ ضَآلْ, লাম দুই যবর لًّا = ضَآلًّا

৪ ৫ মাসে ৮ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২৩
নূন সাকিন এবং তানবীন এর ইক্বলাব

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর পর যদি“ب”আসে তখন সে নূন সাকিন অথবা তানবীনকে“م” পরিবর্তন করে গুন্নাহর সঙ্গে পড়তে হয়, একে ইক্বলাব বলে ।

مَنْ بَخِلَ	مِنْ بَعْدِ	كِرَامٍ بَرَرَةٍ
سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ	رَسُوْلٌ بِمَا	مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِىْ
لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ	مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ	

مَنْ بَخِلَ: মীম মীম যবর مَمْ বা যবর بَ = مَنْ بَ খা যের خِ = مَنْ بَخِ, লাম যবর لَ = مَنْ بَخِلَ

৫ পঞ্চম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

সবকঃ ২৪ নূনে ক্বুতনীর বর্ণনা

কুরআনে কারীমে কোন কোন জায়গায় আলিফের নীচে ছোট্ট নূন লেখা হয় । ঐ ছোট্ট নূন কে নূনে ক্বুত্বনী বলা হয় । একে পড়ার সময় আলিফের পরিবর্তে নূন পড়তে হবে ।

خَيْرًا الْوَصِيَّةُ	شَيْـًٔا اِتَّخَذَهَا	نُوْحُ اِبْنَهٗ

deeniyat

أَمْوَالُ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا	قَدِيْرُ اِلَّذِىْ	لُمَزَةِ اِلَّذِىْ

৫ পঞ্চম মাসে ৪ দিন পড়াবেন

সবক ঃ ২৫ নূন সাকিন ও তানবীনের ইদগাম ইদগামে বেলাগুন্নাহ

নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর "ل" অথবা "ر" এর কোন হরফ আসলে গুন্নাহ ছাড়াই মিলিয়ে পড়তে হয়।

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম ل এর উদাহরণ

أَنْ لَّمْ يَرَهُ	يَكُنْ لَّهُ	مِنْ لَّدُنْهُ
رِزْقًا لَّكُمْ	كُلٌّ لَّهُ	أُفٍّ لَّكُمْ

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম ر এর উদাহরণ

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ	أَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى	مِنْ رَّبِّكَ
تَوَّابًا رَّحِيْمًا	رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ	عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ

مِنْ رَّبِّكَ : মীম নূন রা যের مِنْ رُ র-বা-যবর رَبْ = مِنْ رَّبْ, বা যের بِ = مِنْ رَّبِّ কাফ যবর كَ = مِنْ رَّبِّكَ

৫ পঞ্চম মাসে ৭ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

مَنْ يَّعْمَلْ
يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ
جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ

সবক ঃ ২৬ ইদগাম বিল গুন্নাহ

নূন সাকিন অথবা তানবীনের পর ى , و , م , ن এর মধ্য হতে কোন অক্ষর আসলে, সে নূন সাকিন অথবা তানবীনকে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পড়তে হয়।

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম ى এর উদাহরণ

مَنْ يَّعْمَلْ	مَنْ يَّقُوْلُ	مِنْ يَّوْمٍ
عَيْنًا يَّشْرَبُ	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ	يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ

مَنْ يَّعْمَلْ : মীম নূন ইয়া যবর مَنْ يُ, ইয়া আইন যবর يَعْ = مَنْ يَعْ
মীম লাম যবর مَلْ = مَنْ يَّعْمَلْ।

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম و এর উদাহরণ

مَنْ وُّعِدَ	اِنْ وَّهَبَتْ	مِنْ وَّاقٍ
اِلٰهًا وَّاحِدًا	رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ	جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম م এর উদাহরণ

عَنْ مَّنْ	وَلَئِنْ مُّتُّمْ	نَاجٍ مِّنْهُمَا
رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا	رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ	صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا
كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ		

নূন সাকিন অথবা তানবীন এর ইদগাম ن এর উদাহরণ

فَمَنْ نَّكَثَ	مِنْ نَّبِيٍّ	مِنْ نِّعْمَةٍ
صِدِّيْقًا نَّبِيًّا	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ	يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ

৬ ষষ্ঠ মাসে ১৬ দিন পড়াবেন

সবক ঃ ২৭ মীম সাকিনের নিয়ম

মীম সাকিনের ইযহার

মীম সাকিনের পর "ب" এবং "م" ছাড়া অন্য কোন **হরফ** আসলে সে মীম সাকিনকে স্পষ্ট করে গুন্না ছাড়া তাড়াতাড়ি পড়তে হবে। এটাকে "ইযহারে শাফাবী" বলে।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ	هُمْ فِيْهَا	اَلَمْ تَرَ
اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ	لَمْ يَلْبِسُوْا	اَلَمْ نَجْعَلْ

اَلَمْ تَرَ: হামযা যবর اَ লাম মীম যবর لَمْ, اَلَمْ তা যবর تَ, اَلَمْ تَ রা যবর رَ = اَلَمْ تَرَ

মীম সাকিনের ইখফা

মীম সাকিন এর পর "ب" আসলে সে মীম সাকিন কে গুন্নাহ এবং ইখফার সঙ্গে পড়তে হবে, এটাকে "ইখফায়ে শাফাবী" বলে।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ	وَاتَّقَكُمْ بِهٖ	رَبَّهُمْ بِهِمْ
نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا		تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ

رَبَّهُمْ بِهِمْ: রা বা যবর رَبْ বা যবর بَ = رَبَّ, হা মীম পেশ هُمْ = رَبَّهُمْ
বা যের بِ = رَبَّهُمْ بِ, হা মীম যের هِمْ = رَبَّهُمْ بِهِمْ

মীম সাকিনের ইদগাম

মীম সাকিন এর পর "م" আসলে প্রথম মীমকে দ্বিতীয় মীম এর সঙ্গে মিলিয়ে - গুন্নাহর সাথে পড়তে হবে। এটাকে "ইদগামে শাফাবী" বলে।

اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ
مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ	فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ : হামযাহ যের اِ লাম ইয়া যবর لَيَ = اِلَيَ কাফ মীম পেশ كُمْ, اِلَيْكُمْ মীম রা পেশ مُرْ = اِلَيْكُمْ مُّرْ, সীন যবর سَ = اِلَيْكُمْ مُّرْسَ লাম ওয়াও পেশ لُوْ = اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْ নূন যবর نَ = اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ

৬ / ৭ মাসে ১৮ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের সাক্ষর

সবক ঃ ২৮ অক্বফ করার নিয়ম

যবর, যের, পেশ, দুই পেশ, দুই যের, উল্টো পেশ এবং খাড়া যের যুক্ত **হরফকে** সাকিন করে ওয়াকফ্ করতে হয়।

خَلَقَ ○ خَلَقْ ○	مِنْ رَّبِّكَ ○ مِنْ رَّبِّكْ ○	بِالْقَلَمِ ○ بِالْقَلَمْ ○
تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○ تُرْجَعُ الْاُمُوْرْ ○	مَشْهُوْدٍ ○ مَشْهُوْدْ ○	مَرْقُوْمٌ ○ مَرْقُوْمْ ○

سُبْحٰنَهٗ ○ سُبْحٰنَهْ ○	طَعَامِهٖ ○ طَعَامِهْ ○

خَلَقَ : খ যবর خَ, লাম যবর لَ = خَلَ, ক্বফ যবর قَ = خَلَقَ, ওয়াকফের সময় خَلَقْ

অক্বফ এর অবস্থায় দু যবর কে আলিফ মাদ্দাহ এ এবং গোল তা [ةً] কে হায়ে সাকিনা [هْ] এ পরিবর্তন করে পড়তে হয়।

سَبَبًا ○ سَبَبَا ○	حُسْنًا ○ حُسْنَا ○	عُذْرًا ○ عُذْرَا ○	اَعْمَالًا ○ اَعْمَالَا ○
خَاشِعَةٌ ○ خَاشِعَهْ ○	مُؤْصَدَةٌ ○ مُؤْصَدَهْ ○	نَاظِرَةٌ ○ نَاظِرَهْ ○	اَلْاٰخِرَةِ ○ اَلْاٰخِرَهْ ○

اَعْمَالًا : হামযাহ আঈন যবর اَعْ, মীম আলিফ যবর مَا, اَعْمَا
লাম আলিফ দুই যবর لًا, اَعْمَالًا অক্বফের সময় = اَعْمَالَا

خَاشِعَةٌ : খা আলিফ যবর خَا, শীন যের شِ = خَاشِ আঈন যবর عَ = خَاشِعَ
তা দুই পেশ ةٌ = خَاشِعَةٌ, অক্বফের সময় = خَاشِعَهْ

৭	৮ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

খাড়া যবর এবং সাকিন কে আপন অবস্থায় পড়তে হবে ।

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ○	اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ○
قُمْ فَاَنْذِرْ ○	وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ○
فَانْصَبْ ○	فَلَا تَنْهَرْ ○

يَرْضٰى : ইয়া রা যবর يَرْ , দোয়াদ খাড়া যবর ضٰى = يَرْضٰى

৮ অষ্টম মাসে ৪ দিন পড়াবেন

সবক ঃ ২৯ হুরুফে মুকাত্ত্বায়াত

নীচে প্রদত্ত **হরফ** গুলোকে পৃথক পৃথক করে পড়তে হবে যেমন: আলিফ, লাম, মীম ।

الٓمٓ	الٓمّٓرٰ	الٓرٰ	حٰمٓ
حٰمٓ عٓسٓقٓ	يٰسٓ	الٓمّٓصٓ	طٰهٰ
قٓ	طٰسٓ	طٰسٓمٓ	كٓهٰيٰعٓصٓ

নোট ঃ তেলাওয়াতের সময় এ সকল **হরফ**গুলোর শেষে পঠিত নূন গুন্নাহ করে পড়তে হবে ।

৮ অষ্টম মাসে ৪ দিন পড়াবেন

deeniyat

সবক ঃ ৩০ কুরআন মাজীদে থামা এবং না থামার চিহ্ন সমূহ

কুরআনে কারীম যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে যা সকলে জানে না। এ জন্যে কুরআনে কারীমের মাঝে মাঝে কিছু চিহ্ন বা নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। যেন কুরআন পাঠকগণ সঠিক জায়গায় থামতে পারেন এবং অর্থের বিকৃতি না ঘটে। যার বিবরণ এই রকম :

م : এ চিহ্ন যেখানে থামা জরুরি।

ط، ج : এ চিহ্ন যেখানে, থামা উচিত।

لا : এ চিহ্ন যেখানে না থামা উচিত।

ز، صَلّٰی، ص، ق، قَف : এ চিহ্ন যেখানে না থামা উত্তম।

سكته، وقفه : এ চিহ্ন যেখানে থামতে হবে কিন্তু শ্বাস বন্ধ হবে না।

- সাকতায় কম এবং অক্বফের সময় বেশি থামতে হবে।

○ : এটা আয়াত শেষ হওয়ার চিহ্ন।

৮ অষ্টম মাসে ৮ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

১-কুরআন

নাযেরায়ে কুরআন

সবকঃ ১

সূরায়ে নাস থেকে সূরায়ে নাসর

৯ নবম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

সবক ২

সূরায়ে কাফিরূন থেকে সূরায়ে ফীল

৯ নবম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবকঃ ৩

সূরায়ে হুমাঝাহ্ থেকে সূরায়ে তকাসুর

১০ দশম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

সবকঃ ৪

সূরায়ে কারিআহ্ থেকে সূরায়ে ঝিলঝাল

১০ দশম মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

১

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এ বছরের কোর্সে গত বছরের ৫ টি সূরার সাথে সাথে অতিরিক্ত ৬টি সূরা; সূরায়ে ফীল হতে সূরায়ে নাসর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। ছাত্রদেরকে সূরাসমূহ মুখস্থ করানো সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা হল এই যে, সমবেতভাবে তাজবীদের পূর্ণ অনুসরণ করে পড়াতে হবে। প্রতিটি সূরা প্রথমে কিছুদিন নিজে পড়াবেন, অত:পর ছাত্রদের দ্বারা পালাক্রমে পড়াতে থাকবেন ।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

হিফযে সূরাহঃ কুরআনে কারীমের কোন সূরা মুখস্থ করাকে "হিফযে সূরাহ" বলে।

হাদীসঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন: (ক্বিয়ামতের দিন)কুরআন ধারণকারী (হাফিজ) কে বলা হবে, কুরআন শরীফ পড়তে থাক ও জান্নাতের উচ্চ স্থানে উঠতে থাকো। আর ধীরে-ধীরে পড়, যেমন তুমি দুনিয়ায় পড়তে। আজ তোমার স্থান সেখানে হবে,যেখানে তোমার তেলাওয়াত শেষ হবে । [আবু দাউদ:১৪৬৪,আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه]

হাদীসঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির হৃদয়ে কুরআনে কারীমের কোন অংশ সংরক্ষিত থাকবে না, তার হৃদয় বিরাণ ঘর সমতূল্য ।
[তিরমিযী: ২৯১৩, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

সবকঃ১ গত বছরের পুনঃ পঠন

তা'আওউয	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○
তাস্‌মিয়া	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ

الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ

عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

سُوْرَةُ اللَّهَبِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ۵ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ

لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾ ع

سُوْرَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا

وَقَبَ ۙ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ ع

سُوْرَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ

الْوَسْوَاسِ ۙ۵ الْخَنَّاسِ ۙصلے ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ ﴿٥﴾

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾ ع

১ প্রথম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

এ বছরের সবকসমূহ

সবকঃ ২ سُوْرَةُ الْفِيْلِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ

كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

২ দ্বিতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবকঃ ৩ سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ

وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

৩ তৃতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবকঃ ৪ سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ

الْيَتِيْمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣ فَوَيْلٌ

لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

৪	৫	মাসে	২৫	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবকঃ ৫ سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ إِنَّ

شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣

৫	পঞ্চম মাসে	১০	দিন পড়াবেন	

১-কুরআন
[হিফযে সূরাহ]

সবকঃ ৬ — سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿۱﴾ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿۲﴾

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿۴﴾

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ﴿۵﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿۶﴾ ع

৫ ৬ মাসে ২৫ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবকঃ ৭ — سُوْرَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ﴿۱﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ

فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ﴿۲﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕؔ

اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾ ع

৭ সপ্তম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

১-কুরআন

[হিফযে সূরাহ]

সবকঃ ৮

তা'আওউয, তাসমিয়া, সূরায়ে ফাতিহা সূরায়ে ফীল, সূরায়ে কুরাইশ এবং সূরায়ে মাউনের রিপিট

৮ অষ্টম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবকঃ ৯

সূরায়ে কাউসার, সূরায়ে কাফিরূন এবং সূরায়ে নাসর এর রিপিট

৯ নবম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবকঃ ১০

সূরায়ে লাহাব, সূরায়ে ইখলাস সূরায়ে ফালাক্ব এবং সূরায়ে নাস এর রিপিট

১০ দশম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

দু'আ ও সুন্নতের এ বছরের বিষয়বস্তুতে দুধ পান করা, পানি পান করা, উযুর পূর্বের, মাঝের ও পরের দুআসমূহ এবং বাথরুমে প্রবেশের ও বের হওয়ার সুন্নতসমূহ কোর্সভুক্ত করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ জায়গায় পড়ার ৫টি মাসনূন বাক্য যেমন: اَللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। সাথে সাথে প্রথম বর্ষের দু'আও সুন্নাতসমূহের রিপিটও দেওয়া হয়েছে।

এই সমস্ত দু'আ ও সুন্নতগুলো সমবেতভাবে মুখস্থ করিয়ে দিন। মনে রাখবেন এই দু'আ ও সুন্নাতগুলোর অনুবাদ যদি সহজে মুখস্থ করে নিতে পারে ভাল, নতুবা সেগুলো মুখস্থ করানোর প্রতি বেশী জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

সর্বদা চেষ্টা করুন, যেন ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের বাস্তব জীবনে এ দু'আ ও সুন্নত সমূহের প্রতি পূর্ণ যত্নশীল হয়। সেজন্য মাঝে মধ্যে প্রীতি ও আদরের সাথে আমলের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকুন এবং তার নেগরানীও করতে থাকুন। তাদেরকে তাশকিলও করতে থাকুন যে, তারা যেন এ সকল দু'আ এবং সুন্নতসমূহ নিজেদের ভাই-বোন ও পিতা-মাতাকে শেখায়।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

দু'আ সুন্নতঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়াকে দু'আ বলে এবং আমাদের নবীজী ﷺ এর তরীকাকে সুন্নাত বলে।

হাদীসঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম তরীকা হল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর তরীকা। [মুসলিমঃ ২০৪২, হযরত জাবির رضي الله عنه]

হাদীসঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, দু'আ মুমিনের জন্য হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ এবং আকাশ ও পৃথিবীর নূর স্বরূপ। [মুস্তাদরাকঃ ১৮১২, আলী رضي الله عنه]

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবন বিধান আমাদের জন্য পূর্ণ আদর্শ ও নমুনা স্বরূপ, তার জীবন-ব্যবস্থা জানা আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কোন ক্ষেত্রে নবীজী ﷺ কী আমল করেছেন? তার সুন্নত কী ? এবং কোন ক্ষেত্রে নবীজী ﷺ কোন দু'আ পড়েছেন? এ সকল বিষয়গুলো শেখা এবং তার উপর আমল করা অতি জরুরি। এর মধ্যেই রয়েছে দুনিয়ার সুখ-শান্তি, নিরাপদ জীবন, মান-সম্মান ও ইজ্জতের প্রতিশ্রুতি, আর এরুপ পবিত্র জীবন-জাপনই আল্লাহর পছন্দনীয়।

deeniyat

সবকঃ ১ গত বছরের পুনঃ পঠন

খানার শুরুতে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللّٰهِ

[তিরমিযী: ১৮৫৮, আয়েশা رضي الله عنها]

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া আরম্ভ করছি।

খানার শুরুতে দু'আ ভুলে গেলে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ

[আবূদাউদ : ৩৭৬৭, আয়েশা رضي الله عنها]

অর্থ ঃ শুরুতে এবং শেষে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাচ্ছি।

খানার শেষে এই দু'আ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

[তিরমিযী : ৩৪৫৭, আবূ সায়ীদ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন ও মুসলমান রূপে সৃষ্টি করেছেন।

খানার সুন্নতসমূহ

(১) দস্তরখান বিছানো। [বুখারী : ৫৪১৫, আনাস رضي الله عنه]

(২) দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। [তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান رضي الله عنه]

(৩) খাওয়ার পূর্বে দু'আ পড়া। [তিরমিযী : ১৮৫৮, আয়েশা رضي الله عنها]

deeniyat

④ সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী বসা; এক হাঁটু তুলে কিংবা তাশাহহুদের আকৃতিতে বসা [ফাতহুল বারীঃ ৯/৫৪২]

⑤ ডান হাত দিয়ে খাওয়া। [বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ্ رضي الله عنه]

⑥ নিজের সামনে থেকে খাওয়া। [বুখারী : ৫৩৭৬, উমর বিন আবি সালমাহ্ رضي الله عنه]

⑦ তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া। (রুটির ক্ষেত্রে) [মুসলিম : ৫৪১৭, কায়া'ব বিন মালিক رضي الله عنه]

⑧ যদি কোন লোকমা পড়ে যায়, তবে তা তুলে পরিস্কার করে খাওয়া [মুসলিম : ৫৪২১, জাবির رضي الله عنه]

⑨ বাসন, বাটি ও আঙ্গুল পরিষ্কার করে খাওয়া। [মুসলিম : ৫৪২০, জাবির رضي الله عنه]

⑩ হেলান না দিয়ে খাওয়া। [তিরমিযী : ১৮৩০, আবূ যুহাইফা رضي الله عنه]

⑪ খাবারের কোন রকম দোষ ত্রুটি না ধরা। [বুখারী : ৫৪০৯, আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

⑫ অত্যাধিক গরম খাদ্য না খাওয়া। [মুসতাদ্রাক : ৭১২৫, জাবির رضي الله عنه]

⑬ খাওয়ার পরের দুআ পড়া। [তিরমিযী : ৩৪৫৭, আবূ সায়ীদ رضي الله عنه]

⑭ খাওয়ার পরে হাত ধোয়া এবং কুলি করা। [তিরমিযী : ১৮৪৬, সালমান رضي الله عنه, বুখারী ৫৪৫৪, আবু সায়ীদ رضي الله عنه]

পানি পান করার সুন্নতসমূহ

① ডান হাত দ্বারা পান করা। [মুসলিম : ৫৩৮৪, ইবনে উমর رضي الله عنهما]

② বসে পান করা। [তিরমিযী : ১৮৭৯, আনাস رضي الله عنه]

③ দেখে (নিয়ে) পান করা। [আবূ দাউদঃ ৩৭১৯, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه, বযলুল মাজহুদঃ ১১/৪৫০, ম]

④ بِسْمِ اللهِ পড়ে পান করা। [তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

⑤ তিন শ্বাসে পান করা। [মুসলিম : ৫৪০৫, আনাস رضي الله عنه]

⑥ পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلهِ পড়া। [তিরমিযী : ১৮৮৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

deeniyat

ঘুমানোর পূর্বে এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

[বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নাম নিয়ে মৃত্যু বরণ করি ও জীবিত হই।

ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর এই দু'আ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

[বুখারী : ৬৩১৪, হুযাইফাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন এবং সবাইকে তারই কাছে যেতে হবে।

বাইতুলখালায় (বাথরুমে) প্রবেশের পূর্বে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

[মু'জামে আউসাত : ২৮০৩, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ্! আমি অপবিত্র পুরুষ ও মহিলা জ্বিনসমূহ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।

বাইতুলখালা (বাথরুম) থেকে বের হয়ে এই দু'আ পড়ব

غُفْرَانَكَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِيْ

[ইবনে মাযাহ্ : ৩০০, আয়েশা رضي الله عنها ,৩০১, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট মাগ্‌ফিরাত কামনা করি। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তুকে দূর করেছেন এবং আমাকে নিস্কৃতি দান করেছেন।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মাসনূন বাক্যসমূহ

কোন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম দিব

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

[তিরমিযী : ২৬৮৯, ইমরান বিন হুসাইয়ান رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও তার বরকত বর্ষিত হোক।

কোন মুসলমান সালাম দিলে উত্তরে বলব

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ [মুসনাদে আহমাদ:১২৬১২, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও তার বরকত বর্ষিত হোক।

প্রতিটি ভাল কাজ শুরু করার পূর্বে পড়ব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[আলআযকার : ১/১৫৬, আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান।

কোন নি'য়ামত পেলে বলব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

[ইবনে মাযাহ্ : ৩৮০৫, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আলাহ্‌র জন্য।

কেউ কোন কিছু হাদিয়া দিলে অথবা ভাল আচরণ করলে বলব

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

[তিরমিযী : ২০৩৫, উসামাহ্ বিন যায়েদ رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

১ প্রথম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

৯

২ - হাদীস

দু'আ সুন্নত

দু'আ, সুন্নাত

এ বছরের সবকসমূহ সবকঃ ২ দুধ পান করার পর এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

[তিরমিযী : ৩৪৫৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদের আরো বেশী করে দান করো।

২	দ্বিতীয় মাসে	৮	দিন পড়াবেন

সবকঃ ৩ পানি পান করার পর এই দু'আ পড়ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

[কানযুল উম্মাল:১৮২২৬, আবি জাফার رحمة الله عليه মুরসালান]

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সুস্বাদু পানি পান করালেন এবং ঐ পানিকে আমাদের গুনাহের কারণে লবনাক্ত ও তিক্ত করেন নি।

২ ৩ মাসে ১৬ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবকঃ ৪ উযুর পূর্বে এই দু'আ পড়ব

بِسْمِ اللّٰهِ

[নাসাঈ:৭৮, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ : আমি আলাহর নামে শুরু করছি।

উযূর মাঝে এই দু'আ পড়ব

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

[সুনানে কুবরা নাসাঈঃ ৯৯০৮, আবি মুসা رضي الله عنه]

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও। আমার বাড়ী প্রশস্ত করে দাও। আমার রুজিতে বরকত দিয়ে দাও।

৩ তৃতীয় মাসে ১২ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবকঃ ৫ উযূর শেষে এই দুআ পড়ব

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

[তিরমিযী: ৫৫, উমর رضي الله عنه]

অর্থ : আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। তিনি এক তার কোন অংশীদার নেই। আমি আরে স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم তার বান্দাহ ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লোকদের অন্তর্ভূক্ত করে দাও।

৩ 4 মাসে ১৬ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবকঃ ৬ বাইতুলখালার (বাথরুমের) সুন্নতসমূহ

① মাথা ঢেকে যাওয়া। [সুনানেকুবরা বাইহাক্বি :৪৬৫, হাবীব বিন সালেহ رحمة الله عليه]

② জুতা স্যান্ডেল পরে যাওয়া। [সুনানেকুবরা বাইহাক্বি :৪৬৫, হাবীব বিন সালেহ رضي الله عنه]

③ দু'আ পড়ে ভেতরে যাওয়া। [বুখারী : ৬৩২২, আনাস رضي الله عنه]

④ প্রথমে বাম পা ভেতরে রাখা। [বুখারীঃ ৪২৬, আয়েশা رضي الله عنها ফাতহুল বারী : ১৬/৪২৫]

⑤ ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ করে না বসা। [আবূদাউদ : ৮, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

⑥ কথা না বলা। [আবূদাউদ : 15, আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه]

⑦ দাড়িয়ে প্রশাব না করা। [ইবনে মাযাহ্ : ৩০৯, জাবির رضي الله عنه]

⑧ বাম হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা। [বুখারী : ১৫৪, আবু ক্বাতাদা رضي الله عنه]

⑨ ইস্তিঞ্জার পর মাটি কিংবা সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধৌত করা।
[আবূদাউদ : ৪৫, আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

⑩ ডান পা দিয়ে বাইরে আসা। [বুখারী : ৪২৬, আয়েশা رضي الله عنها]

⑪ বাইরে আসার পর দু'আ পড়া। [ইবনে মাযাহ্ : ৩০০, আয়েশা رضي الله عنها, ৩০১, আনাস رضي الله عنه]

৪ ৫ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

দু'আ, সুন্নাত

deeniyat

সবক ঃ ৭ বিশেষ বিশেষ জায়গায় পড়ার মাসনূন বাক্য

উঁচু জায়গায় ওঠার সময় বলব

[বুখারী: ২৯৯৩, জাবির ﵁]

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ সবার চেয়ে বড়।

নীচে নামার সময় পড়ব

[বুখারী : ২৯৯৩, জাবির ﵁]

سُبْحَانَ اللّٰهِ

অর্থ : আল্লাহর সত্তা পবিত্র।

হাঁচি আসলে বলব

[বুখারী : ৬২২৪, আবি হুরাইরাহ্ ﵁]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

হাঁচি দাতাকে বলব

[বুখারী : ৬২২৪, আবি হুরাইরাহ্ ﵁]

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

অর্থ : আলাহ তোমার উপর রহম করুন।

কোন কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বলব

[সূরায়ে কাহাফ্ : ২৪]

إِنْ شَآءَ اللّٰهُ

অর্থ : যদি আল্লাহ চান।

৫ পঞ্চম মাসে ৮ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

২-হাদীস

দু'আ সুন্নত

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

হিফযে হাদীসের অধীনে পাঁচটি হাদীস অনুবাদ সহ দেওয়া হয়েছে, যা দ্বীনের প্রসিদ্ধ পঞ্চ অধ্যায়ঃ ঈমান, ইবাদত, লেনদেন, সামাজিকতা এবং আচার-আচর সম্পর্কিত। এছাড়া গত বছরের হাদীস সমূহের রিপিটও দেওয়া হয়েছে, যাতে ছাত্ররা ধারাবাহিকভাবে ৪০টি হাদীস মুখস্থ করে নেয়।

এই হাদীসগুলো সমবেতভাবে অধ্যায় এবং অনুবাদসহ মুখস্থ করিয়ে দিন। যেমন, হাদীস নং ৬ ঈমান সম্পর্কীয় إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
অর্থঃ আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া হাদীস সমূহের উপর আমল করার প্রতি উৎসাহিত করতে থাকুন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

হিফযে হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ এর বর্ণিত কথা-বার্তা এবং তাঁর কৃত কাজ সমূহকে “হাদীস” বলে, আর হাদীস মুখস্থ করাকে হিফযে হাদীস বলে।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের উপকারার্থে চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে, তাকে (ক্বিয়ামতের দিন) বলা হবে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর।

[কানযুল উম্মাল:২৯১৮৬, আবু মাসউদ رضي الله عنه]

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর হাদিস সমূহ পড়া, মুখস্থ করা এবং সেগুলোকে জীবনে বাস্তবায়ন করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। আল্লাহ তা'আলা তাতে অতি সন্তুষ্ট হন এবং দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দান করেন, সুতরাং হাদীসসমূহকে মুখস্থ করা উচিৎ, কেননা তার দ্বারা জীবনে নূর সৃষ্টি হয়

deeniyat

২ - হাদীস

দু'আ সুন্নত

গত বছরের পুন : পঠন

হাদীস নম্বর ১ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدِّيْنُ يُسْرٌ

[শোয়াবুল ঈমান : ৩৮৮১, আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন দ্বীন(ইসলাম ধর্ম)খুব সহজ ও সরল।

হাদীস নম্বর ২ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ

[তিরমিযী : ৪, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন নামায বেহেস্তের চাবি।

হাদীস নম্বর ৩ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

[তিরমিযী : ১৩১৫, আবু হুরারাহ্ رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে প্রতারণা করে সে আমাদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভূক্ত নয়।

হাদীস নম্বর ৪ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

[তিরমিযী : ২৬৯৯, জাবির رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন কথাবার্তা বলার পূর্বে সালাম দাও।

হাদীস নম্বর ⑤ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ

[মুসলিম : ৬৮০৫, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তোমাদের উপর সত্যকথা বলা অপরিহার্য ।

৬	ষষ্ঠ মাসে	১০	দিন পড়াবেন

এ বছরের সবক সমূহ সবক ঃ ২ হাদীস নম্বর ⑥ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

[বুখারী : ১, উমর رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ]

অর্থ ঃরাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আমলের ফলাফল নিয়াতের উপর নির্ভরশীল ।

৬ ষষ্ঠ মাসে ১০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩ হাদীস নম্বর ⑦ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

[মুসলিম : ৫৫৬, আবু মালিক আশআরি رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক ।

৭ সপ্তম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

হাদীস নম্বর ⑧ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا

[ইবনে মাযাহ্ : ৩৯৩৭, ইমরান বিন হুসাইন رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনও জিনিস ছিনিয়ে নেয় সে আমাদের (মুসলমানদের) অর্ন্তভূক্ত নয়।

৮ অষ্টম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৫ হাদীস নম্বর ⑨ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

[কানযুল উম্মাল: ৪৫৪৩৯, আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মায়ের পায়ের নীচে বেহেশত।

৯ নবম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

হাদীস নম্বর ⑩ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِجْتَنِبُوا الْغَضَبَ

[কানযুল উম্মাল : ৭৭১১, জনৈক সাহাবী رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাগ থেকে দূরে থাক।

১০ দশম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এ বছর আকাইদের কোর্সে গত বছরের রিপিটের সাথে সাথে কালিমায়ে তামজীদ এবং কালিমায়ে তাওহীদ অনুবাদসহ দেওয়া হয়েছে- সেগুলো সমবেত ভাবে পড়াবেন এবং এ কথাটি ভালভাবে স্পষ্ট করে দিবেন যে, এই কালিমাগুলোতে বর্ণিত সকল জিনিসের উপর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস রাখা এবং তা মুখে স্বীকার করা আবশ্যক।

আক্বাইদ

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

আকাইদ ঃ মানুষ যে সকল কথার উপর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস রাখে সেগুলোকে আকাইদ বলে।

কুরআন ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۙ [সূরায়ে লুকমান:৮]

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নেয়ামত ভরা বাগিচাসমূহ।

হাদীস ঃ **প্রিয় নবীজী** ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল, তার উপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন।

[মুসলিম: ১৫১ উবাদা বিন সামিত رضي الله عنه]

আক্বীদা মুসলমানদের জন্য এমন একটি ভিত, যার উপর পূর্ণ দ্বীনের অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে। যার আক্বীদা যত বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় হবে, তার আমলও তত বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় হবে। আর যার আক্বীদা যত দূর্বল ও নড়বড়ে হবে, তার আমলও তত দূর্বল ও নড়বড়ে হবে। সুতরাং আক্বীদাকে বিশুদ্ধ করা এবং হৃদয়ের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য জরুরী।

deeniyat

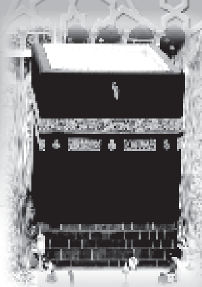

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

গত বছরের পুন : পঠন সবক ঃ ১

কালিমায়ে তৈয়্যিবা

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

[আল মু'জামুস সাগীর : ৯৯২, উমর رضي الله عنه]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল ।

কালিমায়ে শাহাদাৎ

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

[মুসতাদরাক : ৯, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বিন আ'স رضي الله عنهما]

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল ।

১ প্রথম মাসে ১০ দিন পড়াবেন

এ বছরের সবকসমূহ সবক ঃ ২ কালিমায়ে তামজীদ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

[আবূদাউদ : ৮৩২, আব্দুল্লাহ্ বিন আবি আওফা رضي الله عنه]

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আকাইদ]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল দোষত্রুটি হতে পবিত্র এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়, গুনাহ্ হতে বাঁচার ক্ষমতা এবং সৎ কাজ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হতেই আসে। যিনি অতি মহান ও পরাক্রমশালী।

১	২	৩	মাসে	৪০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩ কালিমায়ে তাওহীদ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

[মুসনাদে আহমাদ : ২৬৫৫১ উম্মে সালমাহ্ رضي الله عنها]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই, তার জন্যই রাজত্ব, তার জন্যই সকল প্রশংসা, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন, সকল কল্যাণ তারই আয়ত্ত্বে এবং তিনি সবকিছুর উপর শক্তিশালী।

৩	৪	৫	মাসে	৫০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এই অধ্যায়ের দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হল যেন প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী উযু ও নামায ভালভাবে শিখে সঠিকভাবে উযু ও নামায আদায়কারী হয়ে যায়। নামাযের মধ্যে পড়তে হবে এমন সব বিষয় মুখস্থ করানোর সাথে সাথে সপ্তাহে একবার করে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী 'উযু ও নামাযের পদ্ধতি'' কে সামনে রেখে ছাত্রদেরকে উযু ও নামাযের অনুশীলন করাতে হবে।

উযু ও নামাযের বাস্তব অনুশীলন সম্মিলিতভাবে করাবেন। তার নিয়ম এই হবে যে, প্রথম সপ্তাহে একবার প্রাক্টিকালভাবে নিজে করে দেখাবেন। পরবর্তিতে ছাত্রদের দ্বারা তার মশক করাতে থাকবেন। নামাযের কালিমাসমূহ (সানা, তাশাহহুদ, রুকু ও সাজদার তাসবীহসমূহ ইত্যাদি) সম্মিলিভাবে মুখস্থ করাবেন। গত বছরের নামাযের কালিমা সমূহের সাথে সাথে এ বছর দুরুদ শরীফ দু'আয়ে মাসূরা এবং নামাযের পরের দু'আ কোর্সের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ সকল কালিমাসমূহ সম্মিলিতভাবে মুখস্থ করাবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

নামায ঃ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহর সামনে নিজের বন্দেগীকে প্রকাশ করার নাম নামায।

হাদীসঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, নামায দ্বীনের স্তম্ভ।

[শুয়াবুল ঈমান:২৮০৭, উমর رضي الله عنه]

হাদীসঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, জান্নাতের চাবি হল নামায।

[তিরমিযী:৪ জাবির رضي الله عنه]

হাদীসঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে।

[মুস্তাদরাক:২৬৭৬, আনাস رضي الله عنه]

দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায। **কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব হবে** নামাযের পাবন্দির বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমার ওয়াদা করেছেন নামায পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম জীবন-জাপনের তাওফীক এবং রিজিকের মধ্যে বরকত দান করে থাকেন। সুতরাং নামায শিখে বিশুদ্ধভাবে আদায় করা এবং তার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল
[নামায]

সবক ঃ ১ গত বছরের পুন : পঠন

নামাযের কালিমাসমূহ

তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ঃ (নামায শুরু করার সময় বলতে হয়)

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

[তিরমিযী : ২৩৮, আবু সাঈদ رضي الله عنه]

রুকুর তাস্‌বীহ ঃ (রুকুতে পড়তে হয়)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

[তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

তাস্‌মী ঃ (রুকু থেকে ওঠার সময় বলতে হয়)

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

তাহ্‌মীদ ঃ (সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে হয়)

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

[বুখারী : ৭২২, আবু হুরাইরা رضي الله عنه]

সিজ্‌দার তাস্‌বীহ ঃ (সাজ্‌দার সময় বলতে হয়)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

[তিরমিযী ২৬১, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

সালাম ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

[তিরমিযী : ২৯৫, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه]

নামায

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[নামায]

ছানা ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ

وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ [তিরমিযী : ২৪২, আবূ সাঈদ رضی اللہ عنہ]

তাশাহ্হুদ্ (আত্তাহিয়্যাতু) ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ

إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ [বুখারী : ১২০২, ইবনে মাসউদ رضی اللہ عنہ]

১ ২ মাসে ৩০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

এ বছরের সবকসমূহ　　সবক ঃ ২　　দুরূদশরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى

إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ

بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ

وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ [বুখারী: ৩৩৭০,কায়াব্ বিন উযরাহ্ رضی اللہ عنہ]

২ ৩ মাসে ৩০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৩ দু'আয়ে মাসূরাহ্

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ

إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ

أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

[বুখারী : ৮৩৪, আবি বাক্‌র رضي الله عنه]

৪ চতুর্থ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৪ নামাযের পরের দু'আ

যখন নামায শেষ করবে, তখন তিনবার "أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ" বলবে।

[মুসলিম : ১৩৬২, সাওবান رضي الله عنه]

তারপর এই দু'আ পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ،

تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

[মুসলিম : ১৩৬৩, আয়েশা رضي الله عنها]

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

[আবূদাউদ : ১৫২২, মায়ায বিন জাবাল رضي الله عنه]

৫ পঞ্চম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এ বছর আল্লাহ্ তা'আলার ১৫ টি গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ নামগুলোও উল্লেখ করার তারতীব এভাবে রাখা হয়েছে যে, প্রত্যেক মাসের নামের সাথে গত মাসের নামগুলোও রিপিট করা হয়েছে, যাতে ছাত্ররা শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সহজে মুখস্থ করতে পারে। এ নামগুলো ধরাবাহিকতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার এ সকল গুণবাচক নামগুলোকে সম্মিলিতভাবে পড়াবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

আস্‌মাউল হুসনা ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নাম সমূহকে আসমাউল হুসনা বলে।

কুরআন ঃ وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا [সূরায়ে আ'রাফঃ ১৮০]

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা'আলার ভাল ভাল নাম রয়েছে, তোমরা সেসব নাম নিয়ে তাকে ডাক।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার এই নামগুলোকে মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [মুসলিমঃ ৬৯৮৬ , আবু হুরাইরা }

আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের মধ্যেও **অলৌকিক** ক্ষমতা ও প্রভাব রয়েছে, **এবং এই সমস্ত নাম মুখস্থ করার ব্যাপারে হাদিসে অনেক ফজিলতের কথা এসেছে।** এবং এই নামসমূহকে পড়ে প্রার্থনাকৃত দু'আ অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে।

৩- আকাইদ, মাসাইল

[আস্‌মাউল হুস্‌না]

اَلْوَهَّابُ
اَلرَّزَّاقُ
اَلْفَتَّاحُ

গত বছরের পুন: পঠন   সবক ঃ ১

هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ

৬ ষষ্ঠ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

এ বছরের পাঠসমূহ   সবক ঃ ২ আস্‌মাউল হুস্‌না ১৬,১৭,১৮

اَلْوَهَّابُ	اَلرَّزَّاقُ	اَلْفَتَّاحُ
মহাবদান্য ?	জীবিকাদাতা	মহাবিজয়ী

هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ

৭ সপ্তম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

আস্‌মাউল হুস্‌না

deeniyat

সবক ঃ ৩ আস্‌মাউল হুস্‌না ১৯,২০,২১,২২

اَلْعَلِيْمُ	اَلْقَابِضُ	اَلْبَاسِطُ	اَلْخَافِضُ
মহাজ্ঞানী	সংকোচনকারী	সম্প্রসারণকারী	অবনমনকারী

هُوَاللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

اَلْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

اَلْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

اَلْخَافِضُ

৮ অষ্টম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৪ আস্‌মাউল হুস্‌না ২৩,২৪,২৫,২৬

اَلرَّافِعُ	اَلْمُعِزُّ	اَلْمُذِلُّ	اَلسَّمِيْعُ
উন্নয়নকারী	সম্মানদাতা	হতমানকারী	সর্বশ্রোতা

هُوَاللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

اَلْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

اَلْغَفَّارُ اَلْقَهَّارُ اَلْوَهَّابُ اَلرَّزَّاقُ اَلْفَتَّاحُ اَلْعَلِيْمُ اَلْقَابِضُ اَلْبَاسِطُ

اَلْخَافِضُ اَلرَّافِعُ اَلْمُعِزُّ اَلْمُذِلُّ اَلسَّمِيْعُ

৯ নবম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৫ আস্‌মাউল হুস্‌না ২৭,২৮,২৯,৩০

اَلْبَصِيْرُ	اَلْحَكَمُ	اَلْعَدْلُ	اَللَّطِيْفُ
সর্বদ্রষ্টা	মিমাংসাকারী	ন্যায়নিষ্ঠ	সূক্ষ দক্ষতাসম্পন্ন

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيْزُ اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ اَلْخَالِقُ اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ

اَلْغَفَّارُ اَلْقَهَّارُ اَلْوَهَّابُ اَلرَّزَّاقُ اَلْفَتَّاحُ اَلْعَلِيْمُ اَلْقَابِضُ اَلْبَاسِطُ

اَلْخَافِضُ اَلرَّافِعُ اَلْمُعِزُّ اَلْمُذِلُّ اَلسَّمِيْعُ اَلْبَصِيْرُ اَلْحَكَمُ اَلْعَدْلُ

اَللَّطِيْفُ

১০ দশম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল ৪

[মাসাইল]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

মাসাইলের অধীনে গত বছরের রিপিটের সাথে আরকানে নামায এবং ফরয নামাযের পূর্বে ও পরে আদায়কৃত সুন্নত ও নফল নামাযের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, এ বিষয়বস্তুটি ছাত্রদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ; সুতরাং তা মুখস্থ করানোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন। সেগুলো সমবেতভাবে মুখস্থ করিয়ে দিন এবং বিভিন্নরুপে প্রশ্ন করে ছাত্রদের স্মৃতিপটে তা ভালভাবে বসিয়ে দিন। এছাড়া নামাযের শর্ত ও রোকনসমূহও ভালভাবে বুঝিয়ে মুখস্থ করিয়ে দিন। আর মাঝে মাঝে ভালোবাসা ও প্রীতির সাথে উৎসাহ দিবেন যে, মুখস্থকৃত মাসাইল সমূহকে আপন ভাই বোনদেরকে শিক্ষা দিতে।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

মাসাইলঃ শরিয়তের ঐ সমস্ত কথা যার মধ্যে আমলের নিয়ম অথবা তার শুদ্ধ-অশুদ্ধের কথা আলোচনা করা হয় তাকে মাসাইল বলে।

হাদীসঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, তোমরা নিজেরা ইলম শিক্ষা কর ও অন্যদেরকে শিক্ষা দাও। [শুয়াবুল ঈমানঃ ১৭৪২, আবু বকর رضي الله عنه]

হাদীস ঃ হযরত আবু দারদা رضي الله عنه বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করার জন্য কোন রাস্তা অবলম্বন করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বিনিময়ে তাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহের মধ্য হতে কোন একটি রাস্তায় পরিচালিত করেন। [আবু দাউদঃ ৩৬৪১]

ইলম ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নেয়ামত। ইলমের মাধ্যমে মানুষের আমল সহীহ হয় এবং জীবন-জাপন করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষ অবগত হয়। আমাদের জীবন যেন আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ এর বর্ণিত পদ্ধতিতে অতিবাহিত হয় সেজন্য আমাদেরকে মাসাইলের ইলমও অর্জন করতে হবে।

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

সবক ঃ ১ গত বছরের পুন : পঠন

গোসলের ফরযসমূহ

গোসলের ফরয তিনটি ঃ

① মুখ ভরে কুলি করা। [শামী : ১/৪২৩, মাতলাব ফি আবহাসিল গুসল]

② নাকের ভিতর পানি পৌঁছানো। [শামী : ১/৪২৩, মাতলাব ফি আবহাসিল গুসল]

③ সমস্ত শরীরে এমনভাবে পানি পৌঁছানো যেন একটি পশম ও শুষ্ক না থাকে। [শামী : ১/৪২৭, মাতলাব ফি আবহাসিল গুসল]

উযূর ফরযসমূহ

উযূর ফরয ৪ টিঃ [সূরায়ে মায়েদাঃ ৬]

① কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নীচ পর্যন্ত ও এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা। [শামী : ১/২৩৫ আরকানুল ওযূ]

② কনুইসহ দু'হাত ধৌত করা। [শামী : ১/২৪৭ আরকানুল ওযূ]

③ মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ্ করা। [শামী : ১/২৪৭, আরকানুল ওযূ]

④ গোড়ালীসহ দু'পা ধৌত করা। [শামী : ১/২৪৭ আরকানুল ওযূ]

নামাযের শর্তসমূহ

নামাযের বাইরে ৭ টি ফরয, যাকে 'শারায়িত' বলে।

① শরীর পাক হওয়া। [শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]

② কাপড় পাক হওয়া। [শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

③ জায়গা পাক হওয়া।	[শামী : ৩/২৪২, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
④ সতর ঢাকা।	[শামী : ৩/২৪৯, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
⑤ নামাযের সময় হওয়া।	[বাদায়িউসসানায়িউ: ১/১২১,ফাসলুন ফি শারায়িতি আরকানিস সালাহ্]
⑥ ক্বিবলার দিকে মুখ করা।	[শামী : ৩/৩৩০, বাবু শুরুতিস সালাহ্]
⑦ নিয়্যাত করা।	[শামী : ৩/২৮৫, বাবু শুরুতিস সালাহ্]

৬ ষষ্ঠ মাসে ১০ দিন পড়াবেন

এ বছরের পাঠসমূহ সবক ঃ ২ নামাযের আরকান

নামাযের ভেতর ৬টি ফরয রয়েছে। যেগুলোকে আরকান বলা হয়।

① তাকবীরে তাহরীমা اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলা।
[শামী : ৩/৩৭৬, কিতাবুস সালাহ্ বাবু সিফাতুস সালাহ্]

② কিয়াম করা (সোজা হয়ে দাঁড়ানো।)
[শামী : ৩/৩৮১, কিতাবুস সালাহ্ বাবু সিফাতুস সালাহ্]

③ কেরাত পড়া। [শামী : ৩/৩৮৯, কিতাবুস সালাহ্ বাবু সিফাতুস সালাহ্]

④ রুকূ করা। [শামী : ৩/৩৯২, কিতাবুস সালাহ্ বাবু সিফাতুস সালাহ্]

⑤ দুই সাজদাহ্ করা। [শামী : ৩/৩৯৩, কিতাবুস সালাহ্ বাবু সিফাতুস সালাহ্]

⑥ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা।
[শামী : ৩/৩৯৬, কিতাবুস সালাহ্ বাবু সিফাতুস সালাহ্]

৬ ৭ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

৩- আকাইদ, মাসাইল

[মাসাইল]

সবক ঃ ৩ **পঞ্চনামায**

① ফজর ② যোহর ③ আসর ④ মাগ্‌রিব ⑤ ইশা

রাকাআতের সংখ্যা

ফজরের নামায ৪/ রাকাত	২ / রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা ২ / রাকাত ফরয।
যোহরের নামায ১২/ রাকাত	৪ / রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ৪/ রাকাত ফরয, ২ / রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ২ / রাকাত নফল।
আসরের নামায ৮/ রাকাত	৪/ রাকাত সুন্নত গাইরে মুয়াক্কাদা, ৪ / রাকাত ফরয।
মাগরীবের নামায ৭/ রাকাত	৩ / রাকাত ফরয, ২ / রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ২ / রাকাত নফল।
ইশার নামায ১৭/ রাকাত	৪/ রাকাত সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদা, ৪/ রাকাত ফরয, ২/ রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ২/ রাকাত নফল, ৩/ রাকাত বিত্‌র ওয়াজিব, ২/ রাকাত নফল।
জুমআর নামায ১৪/ রাকাত	জুমআর পূর্বে ৪/ রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, জুমআর ২/ রাকাত ফরয এরপর ৪/ রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা তারপর ২/ রাকাত সুন্নতে গাইর মুয়াক্কাদা, তারপর ২/ রাকাত নফল।

[আবূদাউদ :১২৭৫, আলী (রাঃ), বাদায়িউসসনায়েউ ১/৯১, কিতাবুস সলাহ্, ফাসলুন ফি আদাদিহা ওয়া আদাদু রাকাআতিহা; বাদায়িউসসনায়ে :১/২৬৯, সলাতুল জুমআহ্, বায়ানু মিক্বদারুহা বাদায়িউসসনায়ে ১/২৮৪-২৮৫, কিতাবুস সলাহ্, ফাসলুস সলাতিল মাসনুনাহ্]

দ্রঃ বঃ - সুন্নাত মুয়াক্কাদা অবশ্যই পড়বে, এর মধ্যে মোটেও অলসতা করবে না।

৭	৮	৯	১০	মাসে	৭০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

মাসা-য়িল

deeniyat

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এ অধ্যায়ে বাচ্চাদের জন্য আকাইদ আম্বিয়া عليهم السلام এবং সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু বিষয় প্রশ্নোত্তর আকারে দেওয়া হয়েছে। যেগুলো জানা প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। সমস্ত প্রশ্নোত্তরগুলো সমবেত ভাবে মুখস্থ করিয়ে দিবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

ইসলামী জ্ঞান ঃ দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জানাকে ইসলামী জ্ঞান বলে।

হাদীস ঃ হযরত আবূ দারদা رضي الله عنه বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم কে বলতে শুনেছি যে,ফেরেস্তারা ইলম অর্জনকারীর সন্তুষ্টির জন্য আপন ডানা সমূহ বিছিয়ে দেন। [আবূদাউদ: ৩৬৪১]

দ্বীনের বিষয়গুলো জানা অতি জরুরি এবং এ বিষয়ে অনেক ফযীলত ও এসেছে। যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম শিক্ষা করে আল্লাহর নিকট তার অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে। সমস্ত সৃষ্টিজীব ইলমে দ্বীন অর্জনকারীর জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে।

deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[ইসলামী জ্ঞান]

সবক ঃ ১

প্রশ্ন ঃ কুরআনে কারীম কত বছরে অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর ঃ কুরআনে কারীম (২৩) তেইশ বছরে অবতীর্ণ হয়েছে ।

[রুহুল মাআ'নী : ৫/১৭০]

প্রশ্ন ঃ কুরআনে কারীমে মোট কত পারা আছে?

উত্তর ঃ কুরআনে কারীমে মোট ৩০/ পারা আছে ।

[তারীখে কুরআ-নুল কারীম : ১/১৯২]

প্রশ্ন ঃ কুরআনে কারীমে মোট কয়টি সূরা আছে?

উত্তর ঃ কুরআনে কারীমে মোট ১১৪/ টি সূরা আছে ।

[তারীখে কুরআ-নুল কারীম : ১/১৯২]

প্রশ্ন ঃ জান্নাতের দারোগার নাম কি?

উত্তর ঃ জান্নাতের দারোগার নাম "রিজওয়ান" ।

[শোয়াবুল ঈমান : ৩৬৯৫, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رضي الله عنهما]

প্রশ্ন ঃ জাহান্নামের দারোগার নাম কি?

উত্তর ঃ জাহান্নামের দারোগার নাম "মালিক" ।

[শোয়াবুল ঈমান : ৩৬৯৫, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رضي الله عنهما]

১ প্রথম মাসে ১৭ দিন পড়াবেন

deeniyat

সবক ঃ ২

প্রশ্ন ঃ "আবূল বাশার" কোন নবী কে বলা হয়?

উত্তর ঃ হযরত আদম عليه السلام কে "আবূল বাশার" বলা হয়।

[তিরমিযী : ২৪৩৪, আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ হযরত নূহ عليه السلام নিজের গোত্রকে কত বছর পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে ছিলেন ?

উত্তর ঃ হযরত নূহ عليه السلام নিজের গোত্রকে সাড়ে নয় শত বছর পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে ছিলেন।

[সূরায়ে আনকাবুত : ১৪]

প্রশ্ন ঃ হযরত নূহ عليه السلام এর গোত্রের উপর কিসের আযাব এসেছিল?

উত্তর ঃ হযরত নূহ عليه السلام এর গোত্রের উপর পানির আযাব এসেছিল।

[সূরায়ে হুদ: ৪৪]

প্রশ্ন ঃ হযরত নূহ عليه السلام আযাব থেকে বাঁচার জন্য কী করে ছিলেন ?

উত্তর ঃ হযরত নূহ عليه السلام আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশে নৌকা বানিয়ে ছিলেন।

[সূরায়ে হুদ : ৩৮]

প্রশ্ন ঃ হযরত নূহ عليه السلام এর নৌকা কোন পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ছিল?

উত্তর ঃ হযরত নূহ عليه السلام এর নৌকা "জুদী" পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ছিল।

[সূরায়ে হুদ : ৪৪]

১	২	মাসে	১৭	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩

প্রশ্ন ঃ হযরত মূসা عليه السلام কে ছিলেন ?

উত্তর ঃ হযরত মূসা عليه السلام আল্লাহ তা'য়ালার নবী ছিলেন ।

[সূরায়ে মারিয়াম : ৫১]

প্রশ্ন ঃ হযরত মূসা عليه السلام এর লালন পালন কোথায় হয়েছিল ?

উত্তর ঃ হযরত মূসা عليه السلام এর লালন পালন ফেরআউনের রাজপ্রাসাদে হয়েছিল ।

[সূরায়ে শুআরা : ১৮]

প্রশ্ন ঃ "ফেরআউন" কে ছিল ?

উত্তর ঃ "ফেরআউন" মিসরের এক অবাধ্য বাদশা ছিল ।

[সূরায়ে ইউনুস : ৮৩]

প্রশ্ন ঃ হযরত মূসা عليه السلام এর উপাধি কী ছিল ?

উত্তর ঃ হযরত মূসা عليه السلام এর উপাধি "কালীমুল্লাহ্" ছিল ।

[বুখারী : ৭৫১০, আনাস বিন মালিক رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ হযরত মূসা عليه السلام কে "কালীমুল্লাহ্" কি কারণে বলা হত ?

উত্তর ঃ হযরত মূসা عليه السلام কে "কালীমুল্লাহ্" এই কারণে বলা হত যে, হযরত মূসা عليه السلام আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলেছিলেন ।

[সূরায়ে নিসা : ১৬৪]

২	৩ মাসে	১৭ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

[ইসলামী জ্ঞান]

সবক ঃ ৪

প্রশ্ন ঃ হযরত মূসা عليه السلام কোন পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত মূসা عليه السلام "তূর" পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন।

[সূরায়ে ক্বাসাস : ২৯]

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা عليه السلام কে কোন গোত্রের কাছে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা عليه السلام কে " বনি ইস্রাইল, ফেরাউন ও তার গোত্র" এর দিকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

[সূরায়ে ইব্রাহীম: ৫, সূরায়ে মু'মীনুন :৪৫-৪৬]

প্রশ্ন ঃ হযরত মূসা عليه السلام এর ভাইয়ের নাম কি ছিল ?

উত্তর ঃ হযরত মূসা عليه السلام এর ভাইয়ের নাম "হযরত হারুন عليه السلام" ছিল।

[সূরায়ে মারয়াম: ৫৩]

প্রশ্ন ঃ হিজরী বছর কখন থেকে শুরু হয়েছিল ?

উত্তর ঃ হিজরী বছর **প্রিয় নবীজী** صلى الله عليه وسلم এর হিজরত থেকে শুরু হয়েছিল।

[আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ ৩/২০৬]

প্রশ্ন ঃ মক্কা মুকাররমা কবে **বিজয়** হয়েছিল ?

উত্তর ঃ মক্কা মুকাররমা "অষ্টম হিজরীতে" **বিজয়** হয়েছিল।

[আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী : ১৪৫২৩,আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه]

৩ ৪ মাসে ১৭ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

ইসলামী জ্ঞান

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[ইসলামী জ্ঞান]

সবক ঃ ৫

প্রশ্ন ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ এর মৃত্যু কার গৃহে হয়েছিল ?

উত্তর ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ এর মৃত্যু হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ্ رضي الله عنها র গৃহে হয়েছিল। [মুসনাদে আহমাদ : ৩৩৫৫, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

প্রশ্ন ঃ খুলাফায়ে রাশেদীন কাদেরকে বলা হয় ?

উত্তর ঃ খুলাফায়ে রাশেদীন "হযরত আবূবাকার, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী رضي الله عنهم " কে বলা হয়। [রুহুল বায়ান : ৪/১২]

প্রশ্ন ঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা কার ছিল?

উত্তর ঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা "হযরত আবূবাকার সিদ্দীক رضي الله عنه এর ছিল। [আবূদাউদ : ৪৬২৮, ইবনে উমর رضي الله عنهما]

প্রশ্ন ঃ সর্বপ্রথম আমীরুল মু'মিনীন কাকে বলা হয়েছে ?

উত্তর ঃ সর্বপ্রথম আমীরুল মু'মিনীন "হযরত উমর رضي الله عنه "কে বলা হয়েছে। [তাবকাতে ইবনে সায়াদ : ৩/২৮১]

প্রশ্ন ঃ মদীনায় মুসলমানদের জন্য কুয়া কে ক্রয় করেছিলেন ?

উত্তর ঃ মদীনায় মুসলমানদের জন্য কুয়া "হযরত উসমান رضي الله عنه " ক্রয় করে ছিলেন। [কানযুল উম্মাল : ৩৬১৮৩, বাশীর আসলামী رضي الله عنه]

৪	৫ মাসে	১৬ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

ইসলামী জ্ঞান

৪-ইসলামী তারবিয়াত ٨

[ইসলামী জ্ঞান]

সবক ঃ ৬

প্রশ্ন ঃ ইল্‌মের দরজা কোন সাহাবীকে বলা হত ?

উত্তর ঃ ইল্‌মের দরজা "হযরত আলী رضي الله عنه কে বলা হত ।

[মুসতাদরাক : ৪৬৩৭, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما]

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম শাহাদাত কার হয়েছিলো ?

উত্তর ঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম শাহাদাত "হযরত সুমাইয়াহ্ رضي الله عنها র হয়েছিলো ।

[উসদুল গাবাহ্ : ১/১৩৬৯]

প্রশ্ন ঃ সর্বপ্রথম কোন সাহাবী আযান দিয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ সর্বপ্রথম "হযরত বিলাল رضي الله عنه আযান দিয়েছিলেন ।

[মুসনাদে আহমাদ : ২২১২৪, মায়া-য বিন জাবাল رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ কোন কোন মসজিদে নামায পড়লে সাওয়াব বেশী পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ "মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আক্বসায়" নামায পড়লে সাওয়াব বেশী পাওয়া যায় ।

[ইবনে মাযাহ্ : ১৪১৩, আনাস বিন মালিক رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ "রুহুল আমীন" কাকে বলে?

উত্তর ঃ "রুহুল আমীন" হযরত জিব্রাইল عليه السلام কে বলে ।

[রুহুল মায়ানী: ১৯/১৩০]

৫ পঞ্চম মাসে ১৬ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

এই বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য হলো, প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী বাল্যকাল হতেই যেন দ্বীনের কথা-বার্তা লোকদের সামনে নির্দ্বিধায় বলতে পারে। শুরুতে এই বক্তৃতা ছাত্রদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিন, অতঃপর দু'মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে ছাত্রদেরকে পালাক্রমে দাঁড় করিয়ে বলার অনুশীলন করাতে থাকুন এবং কুরআনী দু'আসমূহ অনুবাদসহ মুখস্থ করিয়ে দিন ।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

বক্তৃতা ও দু'আঃ দ্বীনের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরাকে "বক্তৃতা" বলে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াকে "দু'আ" বলে ।

কুরআন ঃ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ [সূরায়ে রহমান ঃ ৩, ৪]

অর্থ ঃ আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে বক্তৃতা শিক্ষা দিয়েছেন ।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'আ মুমিনের হাতিয়ার ।

[মুস্নাদে আবি য়ালা: ১৮১২, জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ رضي الله عنه]

দ্বীনের কথা অন্যদের কাছে পৌঁছানো প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য, আর তার বড় একটা মাধ্যম হল বক্তৃতা ও উপদেশ, সুতরাং বক্তৃতা ও বলার অনুশীলন করা উচিৎ, যাতে আমরা দ্বীনকে উম্মাত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি । কিন্তু এ সকল কাজ আল্লাহর সাহায্য ও তার তাওফীক ছাড়া হয় না, সুতরাং প্রতিটি কাজে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা উচিৎ এবং দুআর নিয়ম শিখে আল্লাহর কাছে খুব চাওয়া উচিৎ ।

deeniyat

ঈমানের মেহনত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ....أَمَّا بَعْدُ!

সম্মানিত সূধী ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্ তা'আলার বড় অনুকৃপা ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে ঈমানের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। এটা অনেক বড় সম্পদ, দুনিয়ায় এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নেই। ঈমানদারদের উসিলায় মহাবিশ্ব সচল রয়েছে। যেদিন পৃথিবীতে আল্লাহ্র নাম নেওয়ার মতো কোনো ঈমানদার থাকবে না, সেদিন আল্লাহ্ তা'আলার সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিবেন।

ভায়েরা আমার! ঈমানও শেখার বিষয়। যখন আমরা ঈমানকে শিখে নেব এবং ঈমানের তাৎপর্য অন্তরে বসে যাবে, তখন দ্বীনের প্রতিটি কাজ সহজ হয়ে যাবে। আর যদি ঈমান দুর্বল হয়, তবে দ্বীনের প্রতিটি কাজ খুব কঠিন মনে হবে। সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم বলতেন, আমরা প্রথমে ঈমান শিখেছি এরপর কুরআন শিখেছি। [ইবনে মাজাহ্: ৬১, জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ্ رضي الله عنه]

ঈমান শেখার জন্যে সম্পদের ত্যাগ আবশ্যকীয়। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে ঈমান শেখার মেহনত করার জন্য কবুল করুন। (আমীন)

দু'আ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

[সূরায়ে আলে ইমরান: ৮]

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সোজা রাস্তায় পরিচালিত করার পর আমাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিও না এবং আমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে করুণা প্রদান কর। নিঃসন্দেহে তুমিই প্রদানকারী।

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সীরাত]

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

সীরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল হুযূর ﷺ এর জীবন ব্যবস্থা, "ইসলামী জ্ঞান" এর ন্যায় এ অধ্যায়েও প্রশ্নোত্তরের আকারে বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে ।

হুযূর ﷺ এর জীবন সম্পর্কে ঐ সমস্ত বিষয়গুলো একত্রিত করা হয়েছে যেগুলো জানা অতি জরুরি। ঐ সমস্ত প্রশ্নোত্তরগুলোকে সমবেতভাবে মুখস্থ করিয়ে দিবেন।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

সীরাত ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবনচরিত্রকে সীরাত বলে। قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

[সূরায়ে আলে ইমরান : ৩১]

অর্থ ঃ হে পয়গম্বর! লোকদেরকে বলে দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ সমূহক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ্ তা'আলা মহান ক্ষমাশীল ও মহা দয়ালু।

প্রিয় নবীজী ﷺ এর জীবন চরিত্র জানা এবং সে সম্পর্কে অধ্যায়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর সাথে ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য তাঁর চরিত্র অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জন করতে পারি।

deeniyat

সবক ঃ ১

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর জন্মগত সম্পর্ক আরবের কোন বংশের সাথে ছিল?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর জন্মগত সম্পর্ক আরবের "কুরাইশ" বংশের সাথে ছিল ।[তিরমিযী: ৩৬০৬,ওয়াসিলাহ্ বিন আসকা رضي الله عنه]

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর নানা জানের নাম কী?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর নানা জানের নাম "ওহ্হাব বিন আবদে মানাফ"। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে হিশাম :১/২৩৮]

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর নানীজানের নাম কি?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর নানী জানের নাম "বাররাহ্"। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিবনে হিশাম :১/২৩৮]

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর আব্বাজানের ইন্তেকাল কবে হয়েছিল ?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর আব্বাজানের ইন্তেকাল আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর জন্মের পূর্বে হয়েছিল । [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :১/২৯৪]

প্রশ্ন ঃ আম্মাজানের ইন্তেকালের সময় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর বয়স কত ছিল ?

উত্তর ঃ আম্মাজানের ইন্তেকালের সময় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর বয়স ছয়/৬ বছর ছিল। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :১/৩০৫]

৬ ষষ্ঠ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সীরাত

সবক ঃ ২

প্রশ্ন ঃ আম্মাজানের ইন্তেকালের পর আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ কার কাছে ছিলেন?

উত্তর ঃ আম্মাজানের ইন্তেকালের পর আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে ছিলেন। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :১/৩০৬]

প্রশ্ন ঃ দাদার ইন্তেকালের সময় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর বয়স কত ছিল ?

উত্তর ঃ দাদার ইন্তেকালের সময় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর বয়স আট/৮ বছর ছিল। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :১/৩০৭]

প্রশ্ন ঃ দাদার ইন্তেকালের পর আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ কার কাছে ছিলেন ?

উত্তর ঃ দাদার ইন্তেকালের পর আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ তাঁর চাচা আবূ তালিবের কাছে ছিলেন।[আসসীরাতুন নববিয়াহ লিইবনে হিশাম :১/৩১৮]

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর দাদীর নাম কী ছিল ?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর দাদীর নাম ফাতিমাহ ছি্ল। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :১/৩১৮]

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর উপর প্রথম আয়াত কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর উপর প্রথম আয়াত "হিরা গুহায়" অবতীর্ণ হয়েছে। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :২/৭০]

৭ সপ্তম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সীরাত

deeniyat

সবক ঃ ৩

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ হিরা গুহার মধ্যে কী করতেন?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ হিরা গুহার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করতেন। [বুখারী : ৩, আয়েশা رضي الله عنها]

প্রশ্ন ঃ দ্বীনের জন্য এক স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যাওয়াকে কী বলে?

উত্তর ঃ দ্বীনের জন্য এক স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যাওয়াকে হিজরাত বলে। [তাফসীরে কুরতুবী : ১০/১০৭]

প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা সর্বপ্রথম হিজরাত করে কোথায় গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ মুসলমানরা সর্বপ্রথম হিজরাত করে "হাবশাহ্" গিয়ে ছিলেন। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :২/১৬৪]

প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা দ্বিতীয় হিজরাত করে কোথায় গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ মুসলমানরা দ্বিতীয় হিজরাত করে "মদীনা মুনাওয়ারা" গিয়ে ছিলেন। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :২/৩১৪]

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ কোন মাসে হিজরাত করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ রবীউল আওয়াল মাসে হিজরাত করে ছিলেন। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে কাসীর :২/২৩২]

৮ অষ্টম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সীরাত

Deeniyat

সবক ঃ ৪

প্রশ্ন ঃ পবিত্র মদীনায় কবে ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল ?

উত্তর ঃ পবিত্র মদীনায় হিজরতের দু' বছর পূর্বে ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল ।

[সীরাতে হালবিয়াহ্ : ২/৪৯৯]

প্রশ্ন ঃ হিজরতের সময় আমাদের নবী **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর সাথে কে ছিলেন ?

উত্তর ঃ হিজরতের সময় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ এর সাথে হযরত আবূ বকর رضي الله عنه ছিলেন। [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম: ৩/১১]

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ পবিত্র মদীনা শহরে কোন দিন প্রবেশ করেন?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ পবিত্র মদীনা শহরে জুমআর দিন প্রবেশ করেন । [আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :৩/২২]

প্রশ্ন ঃ পবিত্র মদীনায় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ কার মেহমান ছিলেন?

উত্তর ঃ মদীনা মুনাওয়ারায় আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ হযরত আবূ আইউব আনসারী رضي الله عنه র মেহমান ছিলেন ।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম :৩/২৪]

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ পবিত্র মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম কী কাজ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ পবিত্র মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম মসজিদ তৈরী করার কাজ করেছিলেন।

[আসসীরাতুন নববিয়াহ্ লিইবনে হিশাম]

৯	নবম মাসে	২০	দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৫

প্রশ্ন ঃ এই মসজিদে নাম কী?
উত্তর ঃ এই মসজিদকে "মসজিদে নববী" বলা হয়।
[মিরক্বাতুল মাফাতীহ:২/৪১৭]

প্রশ্ন ঃ পবিত্র মদীনায় হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরামকে কী বলা হয়?
উত্তর ঃ পবিত্র মদীনায় হিযরত কারী সাহাবায়ে কেরামদেরকে "মুহাজিরীন" বলা হয়। [তাফসীরে খাযিন : ৩/৫৪]

প্রশ্ন ঃ পবিত্র মদীনায় মুহাজিরীনদের সাহায্যকারী সাহাবায়ে কেরামকে কী বলা হয়?
উত্তর ঃ পবিত্র মদীনায় মুহাজিরীনদের সাহায্যকারী সাহাবায়ে কেরামকে "আনসার" বলা হয়। [তাফসীরে খাযিন : ৩/৫৪]

প্রশ্ন ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ কখন হজ্জ করেছিলেন?
উত্তর ঃ আমাদের **প্রিয় নবীজী** ﷺ ১০ হিজরীতে হজ্জ করেছিলেন।
[আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ : ৫/১০৯]

প্রশ্ন ঃ এই হজ্জকে কি বলা হয়?
উত্তর ঃ এই হজ্জকে "হাজ্জাতুল ওদা" বলা হয়।
[আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ : ৫/১০৯]

১০ দশম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সীরাত

deeniyat

সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশনা

ছাত্রদের তরবিয়তের দিকে লক্ষ্য রেখে এই অধ্যায়ের মধ্যে একথাটি বোঝানো হয়েছে যে, নামায, রোযা ছাড়াও পূর্ণ জীবন আল্লাহর হুকুম ও নবীﷺএর নূরানী তরীকা অনুযায়ী পরিচালনা করার নাম দ্বীন। ছাত্রদের সামনে এটি পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে,

- ঈমান বলতেঃ ঐ সমস্ত বিষয় বোঝায়, যার উপর বিশ্বাস রাখা জরুরি। যেমন আল্লাহ এক, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার শেষ নবী এবং রাসূল ইত্যাদি।
- ইবাদাত বলতে বোঝায়- নামায, রোযা,হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি।
- লেনদেন বলতে বোঝায়- ক্রয়-বিক্রয়, কোন জিনিস ভাড়ায় আদান প্রদান করা ও পরস্পরে লেনদেন করা ।
- সামাজিকতা বলতে বোঝায়- পিতা-মাতা,ভাই-বোন,আত্মীয়-স্বজন,বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করা।
- আচার আচরণ বলতে বোঝায়- মানুষের আভ্যন্তরীণ গুনাবলী; যেমনঃ সৎ হওয়া, সত্যবাদী হওয়া ইত্যাদি।

এই ইসলামী তরবিয়ত অধ্যায়ে হিফযে হাদীস পরিচ্ছেদে লিখিত হাদীসগুলোকে সামনে রেখে সবক তৈরি করা হয়েছে। সবক নং ১এর শুরুতে পঞ্চশাখা সম্পর্কে যেসব কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সবকের শুরুতে পড়াতে হবে। প্রত্যেক সবকে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ ছাত্রদের স্মৃতিপটে ভালভাবে গেঁথে দিয়ে উক্ত বিষয়বস্তু অনুযায়ী ছাত্রদেরকে নিজ জীবন অতিবাহিত করার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে ।

deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সহজ দীন]

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

সহজ দ্বীন ঃ মহান আল্লাহর আদেশ এবং নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর নূরানী তরীকানুযায়ী জীবন জাপন করাকে দ্বীন বলে ।

হাদীস ঃ প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন দ্বীন খুব সহজ ।

[শুআবুলঈমান:৩৮৮১,আবি হুরাইরাহ্ رضي الله عنه]

আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যাত মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের সফলতা দ্বীনের মধ্যেই রেখেছেন। পানি যেমন প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন দ্বীন ও প্রত্যেক মানুষের বুনিয়াদী প্রয়োজন। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য দ্বীন শিখা ও সে অনুযায়ী জীবন জাপন করা অত্যন্ত জরুরি। সবাই যাতে দ্বীনের উপর আমল করতে পারে, সে জন্য আল্লাহ্পাক দ্বীনকে খুব সহজ ও সরল করে রেখেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপর আমল করতে পারে ।

দ্বীনের পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে; ঈমান, ইবাদাত, লেনদেন, সামাজিকতা, আচার-আচরণ। যখন এগুলো মানব জীবনে প্রকাশিত হবে তখন থেকে আল্লাহর পক্ষ হতে সফলতার প্রতিশ্রুতিও বাস্তবায়িত হবে ।

deeniyat

৪-ইসলামী তারবিয়াত

[সহজ দীন]

ইবাদাত
ঈমা-ন
সামাজিকতা
লেন-দেন
আচার-আচরণ

আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির ইহ্কাল ও পরকালের সফলতা দ্বীনের উপর চলার মধ্যে নিহিত রেখেছেন ।
দ্বীনের প্রসিদ্ধ পাঁচটি শাখা:

১ ঈমান	২ ইবাদাত	৩ লেনদেন
৪ সামাজিকতা	৫ আচার-আচরণ	

এই সমস্ত শাখার উপর আল্লাহ্র হুকুম ও নবী ﷺ এর তরীকানুযায়ী জীবন জাপন করাকে দ্বীন বলে ।

সবক ঃ ১- হাদীস নম্বর ৬ ঈমান সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

[বুখারী : ১,উমর رضي الله عنه]

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আমলের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল ।

- প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে ভাল নিয়্যাত হওয়া দরকার ।
- ভাল নিয়্যাতের সাথে করা কাজের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য থাকে ।
- কাউকে দেখানোর জন্য কোন কাজ করতে নেই ।

৬ ষষ্ঠ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ২-হাদীস নম্বর ৭ ইবাদাত সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ**

[মুসলিম: ৫৫৬, আবু মালিক আশআরি رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন পবিত্রতা ঈমাণের অর্ধেক ।

- ইসলাম পবিত্র থাকার শিক্ষা দেয় ।
- আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র থাকাকে পছন্দ করেন ।
- পরিস্কার পরিছন্ন থাকলে মানুষ অসুস্থ হয় না ।

৭ সপ্তম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৩-হাদীস নম্বর ৮ লেনদেন সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا**

[ইবনে মাযাহ্:৩৯৩৭,ইমরান বিন হুসাইন رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো জিনিস ছিনিয়ে নেয় সে আমাদের (অথাৎ মুসলর্মানদের) অন্তভূক্ত নয় ।

- কোন ব্যক্তির জিনিস ছিনিয়ে নেওয়া অনেক বড় গুনাহ্ ।
- অপর ব্যক্তির জিনিস ছিনিয়ে নিলে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন ।
- বিনা অনুমতিতে কোন জিনিস নেওয়া নিষেধ ।

৮ অষ্টম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৪-হাদীস নম্বর ৯ সামাজিকতা সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

[কানযুল উম্মাল: ৪৫৪৩৯,আনাস رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে ।

- মাতা-পিতার সম্মান ও সেবা করা অতি বেশী প্রয়োজন ।
- মাতা-পিতার কথা মেনে চলা উচিৎ ।
- মাতা-পিতার সেবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান ।

৯ নবম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

সবক ঃ ৫-হাদীস নম্বর ১০ আচার আচরণ সম্পর্কিত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِجْتَنِبُوا الْغَضَبَ

[কানযুল উম্মাল : ৭৭১১ জনৈক সাহাবা رضي الله عنه]

অর্থ ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন রাগ থেকে দূরে থাক ।

- রাগ করা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস ।
- রাগ, লড়াই, ঝগড়া সৃষ্টি করে, আর তাতে নিজেরই ক্ষতি হয় ।
- রাগের মাথায় কৃত কাজে আফসোস করতে হয় ।

১০ দশম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

সম্মানিত শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

আরবি বিষয়বস্তুতে পানাহার ও বিবিধ বিষয়ের নাম সমূহ একত্রিত করা হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আরবী ভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ সকল শব্দাবলী সমষ্টিগতভাবে মুখস্থ করাতে হবে এবং সেগুলোর অনুশীলনের সময় শব্দের সিরিয়াল পরিবর্তন করে সেগুলোকে আগে পিছে করে জিজ্ঞাসা করতে হবে। শব্দের শেষ অক্ষরে সাকিন দিয়ে পড়তে হবে। যেমন, **سَمَكٌ** কে **سَمَكْ** পড়তে হবে।

পরিভাষা ও উৎসাহমূলক কথা

আরবি ঃ আরবের ভাষাকে "আরবি" বলে।

কুরআন ঃ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا ۝ [সূরায়ে ইউসূফ ঃ ২]

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি।

মুসলমানদের আসল ভাষা হল আরবী। সুতরাং আরবি ভাষার সাথে প্রতিটি মুসলমানের আন্তরিক সম্পর্ক ও ভালবাসা থাকা উচিৎ এবং তা শেখারও চেষ্টা করা উচিৎ। কেননা তা ইসলামের ভাষা, কুরআনের ভাষা, আমাদের নবী কারীম (সাঃ) এর ভাষা এবং জান্নাতীদের ভাষা।

deeniyat

সবক ঃ ১ বিবিধ শব্দ

أَنَا	আমি	أَنْتَ	আপনি
هٰذَا	এই	ذٰلِكَ	ঐ
نَحْنُ	আমরা	هُمْ	ওরা
عَفْوًا	ক্ষমা করা	تَعْبَانُ	ক্লান্ত
أَعْطِنِي	আমাকে দাও	كَمْ نَفَرٌ؟	কতজন মানুষ
تِلِفُونُ	ফোন	رَقْمُ تِلِفُونَ	ফোন নাম্বার

১ প্রথম মাসে ২০ দিন পড়াবেন

শিক্ষকের স্বাক্ষর | অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ২ খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য مَأْكُولَاتٌ وَمَشْرُوبَاتٌ

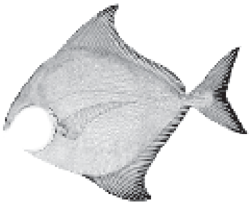	মাছ	سَمَكٌ
	পিয়াজ	بَصَلٌ
	কদু (লাউ)	دُبَّاءٌ
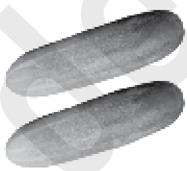	শষা (কাকড়)	قِثَّاءٌ
	গাজর	جَزَرٌ

Deeniyat

৫ - ভাষা

[আরবী]

মধু	عَسَلٌ

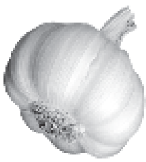

রসুন	ثُومٌ

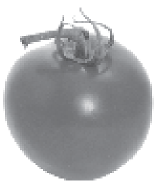

টমাটর	طَمَاطِمٌ

গম	قَمْحٌ

বেগুন	بَاذِنْجَانٌ

২ দ্বিতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

সবক ঃ ৩ ফলসমূহের নাম

আপেল	تُفَّاحٌ

আনার	رُمَّانٌ

আঙ্গুর	عَنَبٌ

মালটা	بُرْتَقَالٌ

আম	اَنْبَجٌ

৫ - ভাষা

[আরবী]

কলা	مَوْزٌ

খরবুজা	بِطِّيْخٌ

আঞ্জির	تِيْنٌ

জাইতুন	زَيْتُوْنُ

চিকু	شُفَاطَةٌ

৩ তৃতীয় মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

আরবী

deeniyat

সবক ঃ ৪ শরীরের অঙ্গপতঙ্গসমূহ

কপাল	نَاصِيَةٌ

মুখ মণ্ডল	وَجْهٌ

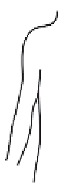

কাঁধ	مَنْكِبٌ

গলা	جِيْدٌ

বাহু	عَضُدٌ

deeniyat

৫ - ভাষা

[আরবী]

	কনুই	مِرْفَقٌ
	নাভি	سُرَّةٌ
	পায়ের পাতা	قَدَمٌ
	নখ	ظُفُرٌ
	জিহ্বা	لِسَانٌ

deeniyat

চুল	شَعْرٌ

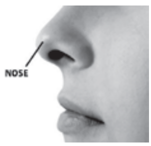

নাক	اَنْفٌ

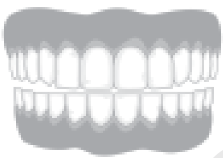

দাঁত	سِنٌّ

ঘাড়	عُنُقٌ

হৃদপিণ্ড	ظَهْرٌ

deeniyat

৫ - ভাষা

[আরবী]

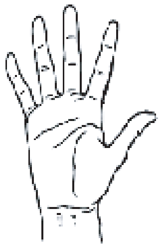

আঙ্গুল	اِصْبَعٌ

বুক	صَدْرٌ

পেট	بَطْنٌ

কব্জি	رُسْغٌ

টাকনু	كَعْبٌ

৪ চতুর্থ মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

আরবী

deeniyat

সবক ঃ ৫ রং-এর নামসমূহ

সাদা	اَبْيَضُ
লাল	اَحْمَرُ
হলদে বর্ণ	اَصْفَرُ
কালো	اَسْوَدُ
সবুজ	اَخْضَرُ
নীল	اَزْرَقُ

৫ পঞ্চম মাসে ২০ দিন পড়াবেন	তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর

deeniyat

٨ প্রশ্নাবলী

প্রথম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদা	ঃ طَيۡرًا اَبَابِيۡلَ، عَذَابٌ غَلِيۡظٌ، لِمَنۡ خَشِيَ، اَنۡتَ مُنۡذِرُ، تُنۡصَرُوۡنَ، لَاهِيَةً قُلُوۡبُهُمۡ، اَحۡبَبۡتَ পড়ে শোনাও। পৃ. ২৪, ২৫, ২৬
	হিফ্‌যে সূরাহ্	ঃ সূরায়ে ফাতিহা এবং সূরায়ে ইখ্‌লাছ শোনাও। পৃ. ৪৮, ৮৯
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ খাওয়ার পূর্বের,মধ্যের ও পরের দুআ এবং খাওয়া পান করার সুন্নতসমূহ শোনাও। পৃ. ৫৫, ৫৬
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ কালিমায়ে তাইবিয়া এবং কালিমায়ে শাহাদাত অনুবাদসহ শোনাও। পৃ. ৬৮
	নামায	ঃ ① সানা শোনাও পৃ. ৭২ ② রুকু ও সাজদার তাস্‌বীহ শোনাও। পৃ. ৭১
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ① কুরআনে কারীমে কতগুলো পারা এবং কতগুলো সূরা আছে? পৃ. ৮৩
ভাষা	আরবি	ঃ ক্ষমা করা, আমরা, আপনি এবং ক্লান্ত কে আরবীতে কী বলে? পৃ. ১০৩

দ্বিতীয় মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদা	ঃ فَعَّ، يَحُضُّ، فَاَصَّدَّقَ، جَهَنَّمَ، هَلُمَّ، يَخۡطَفُ، طَالَ، نَاسِ، رَزَقۡنَا، اَرۡسَلۡنَا পড়ে শোনাও। পৃ. ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
	হিফ্‌যে সূরাহ্	ঃ সূরায়ে ফীল শোনাও। পৃ. ৫০
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ দুধ পান করার পরের দুআ শোনাও। পৃ. ৬৯
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ কালিমায়ে তামজীদ শোনাও। পৃ. ৬৮
	নামায	ঃ তাশাহ্‌হুদ শোনাও। পৃ. ৭২
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ ① হযরত নূহ عليه السلام নিজ গোত্রকে কত বছর পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন? পৃ. ৮৪ ② হযরত মূসা عليه السلام কে ছিল? পৃ. ৮৫
ভাষা	আরবি	ঃ পিয়াজ, টমেটো, গম এবং গাজরকে আরবিতে কি বলে? পৃ. ১০৪,১০৫

deeniyat

তৃতীয় মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদা	ঃ	পড়ে শোনাওঃ تُحَرِّمُ، مُسْتَمِرٍّ، وَاَنَا لَكُمْ، ذُوالْفَضْلِ، فِي الْاَرْضِ، وَاللهِ পৃ. ৩১,৩২,৩৩
	হিফ্‌যে সূরাহ্‌	ঃ	সূরায়ে কুরাইশ শোনাও। পৃ. ৫০
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ	পানি পান করার পরের এবং উযুর পূর্বের ও মাঝের দু'আসমূহ শোনাও। পৃ.৫৯,৬০
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ	কালিমায়ে তামজীদ অর্থসহ শোনাও। পৃ. ৬৯
	নামায	ঃ	দুরূদ শরীফ শোনাও। পৃ. ৭২
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ	① হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَامُ কে কালীমুল্লাহ্‌ কেন বলা হয়? পৃ. ৮৫ ② হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَامُ এর লালন-পালন কোথায় হয়েছিল? পৃ. ৮৫
ভাষা	আরবি	ঃ	আঙ্গুর, আম, মাল্টা এবং কলাকে আরবিতে কি বলে? পৃ. ১০৬

চতুর্থ মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদা	ঃ	وَالَّذِيْنَ، اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ، اِذْظَّلَمُوْا، سَمِعَ اللهُ، يُرِيْدُ اللهُ، دِيْنِ اللهِ، شَآءَ، পড়ে শোনাও। পৃ. ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬
	হিফ্‌যে সূরাহ্‌	ঃ	সূরায়ে মাউন শোনাও। পৃ. ৫১
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ	উযুর পরের দু'আ এবং বাইতুল খালার ৪ টি সুন্নত শোনাও। পৃ.৬০,৬১
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ	কালিমায়ে তাওহীদ শোনাও। পৃ. ৬৯
	নামায	ঃ	দুআয়ে মাসূরা শোনাও। পৃ. ৭৩
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ	① আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মূসা আঃ কে কোন গোত্রের নিকট নবী বানিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন? পৃ. ৮৬ ② হিজরী বর্ষ কবে থেকে আরম্ভ হয়েছিল? পৃ. ৯৪
ভাষা	আরবি	ঃ	চুল, পিঠ, গলা এবং কনুইকে আরবিতে কি বলে? পৃ.১০৮

deeniyat

পঞ্চম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদা	ঃ مَنْ بَخِلَ، رَسُوْلٌ بِمَا، كُلٌّ لَّهُ، مِنْ لَّدُنْهُ، مِنْ رَّبِّكَ، عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ পড়ে শোনাও। পৃ. ৩৭, ৩৮
	হিফ্‌যে সূরাহ্	ঃ সূরায়ে কাউসার শোনাও। পৃ. ৫১
হাদীস	দু'আ, সুন্নত	ঃ বাইতুল খালার সুন্নত সমূহ এবং উপরে ওঠার ও নীচে নামার দু'আসমূহ শোনাও। পৃ. ৬১, ৬২
আকাইদ মাসাইল	আকাইদ	ঃ কালিমায়ে তাওহীদ অনুবাদসহ শোনাও। পৃ. ৬৯
	নামায	ঃ নামাযের পরের দু'আ শোনাও। পৃ. ৭৩
ইসলামী তরবিয়ত	ইসলামী জ্ঞান	ঃ (১) মদীনায় মুসলমানদের জন্য কুয়া কে ক্রয় করেছিলেন? পৃ. ৮৭ (২) কোন কোন মসজিদে নামায পড়ার সওয়াব বেশী? পৃ. ৮৮
ভাষা	আরবি	ঃ লাল, সবুজ, সাদা এবং কালোকে আরবিতে কি বলে? পৃ. ১১২

ষষ্ট মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদা	ঃ مِنْ يَّوْمٍ، عَيْنًا يَّشْرَبُ، مَنْ وُّعِدَ، عَنْ مَّنْ، نَاجٍ مِّنْهُمَا، مِنْ نَّبِيٍّ، عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ، لَمْ يَلْبِسُوْا۔ পড়ে শোনাও। পৃ. ৩৯, ৪০
	হিফ্‌যে সূরাহ্	ঃ সূরায়ে কাফিরুন শোনাও। পৃ. ৫২
হাদীস	হিফ্‌যে হাদীস	ঃ ১ হতে ৬ পর্যন্ত হাদীস সমূহ শোনাও। পৃ. ৭৪, ৬৫
আকাইদ মাসাইল	আস্‌মাউল হুসনা	ঃ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ হতে اَلْقَهَّارُ পর্যন্ত আস্‌মাউল হুসনা শোনাও। পৃ. ৭৫
	মাসাইল	ঃ উযু ও গোসলের ফরযসমূহ এবং নামাযের শর্তাবলী শোনাও। পৃ. ৭৯
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ (১) আমাদের নবী ﷺ এর নানা ও নানীর নাম কী ছিল? পৃ. ৯২ (২) মায়ের ইন্তেকালের সময় আমাদের নবী ﷺ এর বয়স কত ছিল? পৃ. ৯২
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট। পৃ. ১০৩

deeniyat

সপ্তম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদা	ঃ خَلَقَ،سُبۡحٰنَهٗ،بِالۡقَلَمِ،حُسۡنًا এর উপর অক্ফের সময় কিভাবে পড়তে হবে?
	হিফ্যে সূরাহ্	ঃ সূরায়ে নাসর শোনাও।
হাদীস	হিফ্যে হাদীস	ঃ হাদীস নং ৭ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আস্মাউল হুসনা	ঃ هُوَاللّٰهُ الَّذِيۡ হতে اَلۡفَتَّاحُ পর্যন্ত আস্মাউল হুসনা শোনাও।
	মাসাইল	ঃ নামাযের রুকনসমূহ শোনাও।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ ① দাদার ইন্তেকালের সময় আমাদের নবী ﷺ এর বয়স কত ছিল? ② আমাদের নবী ﷺ এর উপর সর্বপ্রথম আয়াত কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিল?
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট।

অষ্টম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	নূরানী কায়েদা	ঃ ① وَلَسَوۡفَ يَرۡضٰى،فَلَا تَنۡهَرۡ অক্ফের সময় কিভাবে পড়তে হবে? ② الٓمّٓصٓ كٓهٰيٰعٓصٓ পড়। ③ ঐ চিহ্নটি কী যেখানে শুধু থামা উচিৎ? ④ ঐ চিহ্নটি কী যেখানে থামা উচিৎ নয়?
	হিফ্যে সূরাহ্	ঃ সূরায়ে ফাতিহা,সূরায়ে ফীল,সূরায়ে কুরাইশ,এবং সূরায়ে মাউন শোনাও।
হাদীস	হিফ্যে হাদীস	ঃ হাদীস নং ৮ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আস্মাউল হুসনা	ঃ هُوَاللّٰهُ الَّذِيۡ হতে اَلۡخَافِضُ পর্যন্ত আস্মাউল হুসনা শোনাও।
	মাসাইল	ঃ ফজর, যোহর ও আসরের মোট রাকাতসংখ্যা বল।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ ① দ্বীনের জন্য এক স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে চলে যাওয়াকে কী বলে? ② আমাদের নবী সাঃ হীরা পর্বতে কী করতেন?
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট।

deeniyat

নবম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	হিফ্‌যে সূরাহ্‌	ঃ সূরায়ে কাউসার, সূরায়ে কাফিরুন এবং সূরায়ে নাসর শোনাও।
হাদীস	হিফ্‌যে হাদীস	ঃ হাদীস নং ৯ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আস্‌মাউল হুসনা	ঃ هُوَاللهُ الَّذِيْ হতে اَلسَّمِيْعُ পর্যন্ত আস্‌মাউল হুসনা শোনাও।
	মাসাইল	ঃ মাগরিব ও ঈশার মোট রাকাতসংখ্যা বল।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ ① হিজরতের সময় আমাদের নবী ﷺ এর সাথে কে ছিলেন? ② আমাদের নবী ﷺ মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম কী করেন?
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট

দশম মাসের প্রশ্নাবলী

কুরআন	হিফ্‌যে সূরাহ্‌	ঃ সূরায়ে ইখলাস, সূরায়ে ফালাক এবং সূরায়ে নাস শোনাও।
হাদীস	হিফ্‌যে হাদীস	ঃ হাদীস নং ১০ শোনাও।
আকাইদ মাসাইল	আস্‌মাউল হুসনা	ঃ هُوَاللهُ الَّذِيْ হতে اَللَّطِيْفُ পর্যন্ত আস্‌মাউল হুসনা শোনাও।
	মাসাইল	ঃ পঞ্চ নামায এবং জুমআর মোট রাকাত সংখ্যা বল।
ইসলামী তরবিয়ত	সীরাত	ঃ ① মদীনায় হিজরাতকারী সাহাবাগণকে কী বলে? ② মদীনায় মুহাজিরদের সাহায্যকারী সাহাবাগণকে কী বলে?
ভাষা	আরবি	ঃ রিপিট

deeniyat

জানুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

ফেব্রুয়ারী

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই

মার্চ

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর

যদি ছাত্র/ছাত্রীরা নামায পড়ে নেয়,চাই তা জামাতের সাথে হোক অথবা জামাত ছাড়া,সময় মত পড়ে নিক অথবা ক্বাযা করে নিক,সর্বাবস্থায় এই ✓ চিহ্ন লাগান ।

Deeniyat

এপ্রিল

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

মে

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

জুন

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

deeniyat

জুলাই

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

আগষ্ট

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

সেপ্টেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যে	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

অক্টোবর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

নভেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

ডিসেম্বর

তারিখ	ফজর	যোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
১	ফ	যো	আ	ম	ই
২	ফ	যো	আ	ম	ই
৩	ফ	যো	আ	ম	ই
৪	ফ	যো	আ	ম	ই
৫	ফ	যো	আ	ম	ই
৬	ফ	যো	আ	ম	ই
৭	ফ	যো	আ	ম	ই
৮	ফ	যো	আ	ম	ই
৯	ফ	যো	আ	ম	ই
১০	ফ	যো	আ	ম	ই
১১	ফ	যো	আ	ম	ই
১২	ফ	যো	আ	ম	ই
১৩	ফ	যো	আ	ম	ই
১৪	ফ	যো	আ	ম	ই
১৫	ফ	যো	আ	ম	ই
১৬	ফ	যো	আ	ম	ই
১৭	ফ	যো	আ	ম	ই
১৮	ফ	যো	আ	ম	ই
১৯	ফ	যো	আ	ম	ই
২০	ফ	যো	আ	ম	ই
২১	ফ	যো	আ	ম	ই
২২	ফ	যো	আ	ম	ই
২৩	ফ	যো	আ	ম	ই
২৪	ফ	যো	আ	ম	ই
২৫	ফ	যো	আ	ম	ই
২৬	ফ	যো	আ	ম	ই
২৭	ফ	যো	আ	ম	ই
২৮	ফ	যো	আ	ম	ই
২৯	ফ	যো	আ	ম	ই
৩০	ফ	যো	আ	ম	ই
৩১	ফ	যো	আ	ম	ই

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

মাসিক উপঃ / অনুঃ তালিকা

মাস	মোট, শিক্ষার দিন	উপস্থিত	অনুপস্থিত	মাসিক বেতন	শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
জানুয়ারী						
ফেব্রুয়ারী						
মার্চ						
এপ্রিল						
মে						
জুন						
জুলাই						
আগস্ট						
সেপ্টেম্বর						
অক্টোবর						
নভেম্বর						
ডিসেম্বর						

deeniyat

দ্বীনিয়াত প্রাইমারি কোর্স

প্রথম শ্রেণি

দ্বিতীয় শ্রেণি

তৃতীয় শ্রেণি

চতুর্থ শ্রেণি

পঞ্চম শ্রেণি

এই কোর্সটি প্রাইমারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে ধারাবাহিকভাবে নার্সারি/ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত দীন শিক্ষা সিলেবাস হিসেবে রাখা যেতে পারে।

এই কোর্সের মধ্যে নূরানী কায়দা থেকে শুরু করে পরিপূর্ণ নাযেরায়ে কুরআন, ৭টি কালিমা, ২৫টি সূরা, দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের মাসনুন দোয়া, চল্লিশ হাদিস ও আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি নাম মুখস্থ করানো হবে। মৌলিক ইসলামী আকিদা, উযূ-নামাযের নিয়মাবলী ও জরুরি মাসায়েল, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত, ইসলামী জ্ঞান ও আরবী ভাষা সম্পর্কে ক্রমান্নয়ে পাঠদান করা হবে।

দ্বীনিয়াত বয়স্ক কোর্স

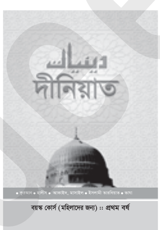

বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে যারা দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ পাননি, তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে 'দ্বীনিয়াত বয়স্ক কোর্স'। বিভিন্ন ব্যস্ততার পাশাপাশি স্বল্প সময়ে এই কোর্সটি সম্পন্ন করলে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াতের যোগ্যতা সৃষ্টি হবে এবং বিশুদ্ধভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ দীনের মৌলিক ইবাদাত সমূহের জরুরি মাসাইল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

deeniyat

দ্বীনিয়াত মকতব কোর্স

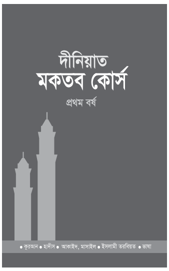

এই কোর্সটি আমাদের মসজিদ কিংবা প্রাইভের্ট প্রতিষ্ঠানে ১ঘণ্টা দীন শিক্ষা সিলেবাস হিসেবে রাখা যেতে পারে। দুই থেকে আড়াই বছরের মাধ্যমে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস, আকাইদ, মাসাইল, পবিত্রতা, নামায শিক্ষাসহ, দীনের জরুরী মাসায়েল সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করে আমল করতে সক্ষম হবে।

দ্বীনিয়াত ভেকেশন কোর্স

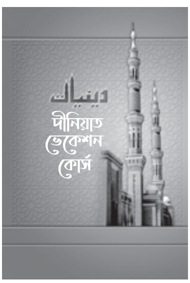

স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রীষ্ম ও শীতকালীন একাডেমিক ছুটিকে কেন্দ করে তৈরি করা হয়েছে দীনিয়াত "ভেকেশন কোর্স" বা ফরযে আইন কোর্স।

এই কোর্সটি পড়তে পারলে অতি অল্প সময়ে তারা নামাযের নীয়মাবলী দু'আ ও সূরাসমূহ শিখার পাশাপাশি, দ্বীনের মৌলিক আকীদা, মাসায়েল এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করতে পারবে। এতে দীনের উপর চলা তাদের জন্য সহজ হবে।

deeniyat

হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর বাণী

বাংলাদেশের ৬৮-হাজার গ্রামে ৬৮-হাজার কুরআনী মকতব প্রতিষ্ঠা করুন। মকতব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজম্মের কাছে ঈমানের দৌলত পৌঁছে দিন এবং তাদের মধ্যে ইসলামী আদর্শ, চেতনা ও মূল্যবোধের বিজ বুপন করুন।

পাঁচ মিনিটের মাদরাসা

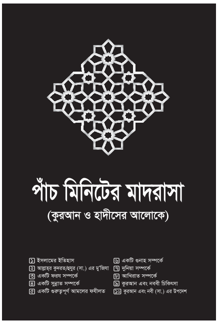

এ কিতাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ দশটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিতাবটি ইসলামী মাস ও দিন হিসাবে সাজানো হয়েছে। এই কিতাবটি ঘরে, মসজিদে বা অফিসে তা'লীম করলে অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষ অনেক উপকৃত হবে এবং সময় উপযোগী আমল করতে সক্ষম হবে। ইনশাআল্লাহ।

দীনিয়াত হাফেজী কুরআন

আপনি আনন্দিত হবেন যে, দীনিয়াত কর্তৃপক্ষ আরবি বিশেষ লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে পুরো কুরআন শরীফকে কম্পিউটার কম্পোজ করানো হয়েছে।

যেকোন কুরআন শরীফকে যদি দীনিয়াত কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখেন, তাহলে স্পষ্ট এমন কিছু বিষয় আপনার দৃষ্টি গোচর হবে, যা বাস্তবেই যুগের চাহিদা অনুপাতে পূর্বেই সংস্কার হওয়া উচিত ছিল। অনেক সময় আমাদের শিশুদেরকে যে আকৃতিতে হরফ শিখানো হয়, যা কুরআন শরীফে এসে ভিন্ন রূপ ধারণ করে, ফলে ঐসব স্থানে এসে সাধারণ মানুষ এবং শিশুদের অসস্তিতি হয়। ইনশাআল্লাহ তাই দীনিয়াত কুরআন শরীফের মাধ্যমে কুরআন শেখানোটা সহজ হবে।

deeniyat

মকতব সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দের সিদ্ধান্ত

যেসব প্রত্যন্ত ও বঞ্চিত এলাকায় দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই, সেখানকার জনগণের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে বিভিন্ন ভ্রান্ত দল ও প্রতিষ্ঠান যেমন, কাদিয়ানী, খৃষ্টবাদ ইত্যাদি খুব জোরেশোরে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রচারণা চালাচ্ছে এবং মুসলমানদেরকে নিজেদের ভ্রান্তির ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে।

এজন্যে মাদরাসাগুলোর সম্মানিত দায়িত্বশীলগণ নিজ নিজ মাদরাসার শাখা হিসেবে মকতব প্রতিষ্ঠা করে সেখানে দীনের মৌলিক শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা নিন এবং এজন্যে দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শূরার প্রস্তাবকে নিজেদের কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করুন, "মাদরাসা নিজেদের বার্ষিক বাজেটের দশ শতাংশ মকতব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় ব্যয় করুন।"

[মাহনামা দারুল উলূম দেওবন্দ, মে-আগস্ট ২০০৪]

দীনিয়াত শিক্ষা উপকরণ

deeniyat

সম্মানিত অভিভাকদের প্রতি নির্দেশনা

★ আপনার প্রিয় সন্তানকে প্রতিদিন মক্তবে পাঠাবেন।

★ প্রতিদিনের আমলগুলো নিয়মিত করাবেন।
যেমন ঃ খানা খাওয়ার দুআ, ঘুমানোর দুআ, বাথরুমে যাওয়ার দুআ, পানি পান করার দুআ, খাবার সুন্নত, এসব বিষয়গুলো নিয়মিত প্যাক্টিক্যাল আমল করাবেন।
যাতে অভ্যাসে গড়ে উঠে।

★ মাস শেষে প্রতি মাসের সবক শুনে দস্তখত করবেন।

★ নামাযের প্রতি অভ্যস্ত করার লক্ষ্য বাচ্চাদেরকে নিজেদের সাথে নামাযে অংশ গ্রহণ করাবেন। এবং যে নামাযগুলো আপনাদের সাথে বা একা আদায় করবে নামাযের ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে মাস শেষে দস্তখত করবেন।

★ বৎসরে দুইটি পরিক্ষায় অংশ গ্রহণ করাবেন।

★ অভিভাবক সম্মেলনে নিজে উপস্থিত থাকবেন।

★ বাৎসরিক ফলাফল নিয়ে উস্তাদের সাথে মত বিনিময় করবেন।

★ কোনো বিষয়ে সমস্যা মনে করলে, পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করার চেষ্টা করবেন।

নোট বুক

deeniyat